www.BANGLAKITAB.com

সর্বসাধারণের মরযী রক্ষা করিবার প্রয়াস না পান। কেননা, তাহাতে সাধারণেরও ক্ষতি এবং আলেমদেরও ক্ষতি। বিশেষতঃ তাহাতে শরীয়তের ভিত্তিও দুর্বল হইয়া পড়ে; বরং কেহ যদি তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করে, অমুক কাজ হারাম হওয়ার কারণ কি? তবে শুধু এতটুকু জবাব দিবেন যে, "আল্লাহ্ তাআলা হারাম করিয়া দিয়াছেন। কিংবা হাদীস শরীফে ইহার প্রতি নিষেধ আসিয়াছে।"

।। শরীয়তের মূলনীতি ।।

কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া শর্ত আরোপ করিয়া দেয় যে, ইহার উত্তর কোরআনশরীফ হইতে দেওয়া হউক। আর আলেমগণও অযথা চেষ্টা করিয়া থাকেনযে, কোরআন দ্বারাই প্রমাণিত করিয়া দেওয়া যাউক। অথচ শরীয়তের মূলনীতি যখন চারিটি বস্তু রহিয়াছে কোরআন, হাদীস, এজমা' (ওলামায়ে উম্মতের ঐক্যমত) এবং কেয়াস, তখন প্রত্যেক আলেমেরই অধিকার রহিয়াছে যে, কোন মাস্আলাকে তিনি কোরআন দ্বারা কিংবা হাদীস দ্বারা কিংবা এজমা' দ্বারা অথবা মুজ্তাহেদের কেয়াসের সাহায্যে প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন। আপনি দুনিয়ার সমস্ত মাস্আলা কোরআনের সাহায্যে কতক্ষণ পর্যন্ত ও কেমন করিয়া প্রমাণ করিবেন? কোরআন দ্বারা-ই যদি সমস্ত মাস্আলা জানা যাইত, তবে আবার শরীয়তের অন্যান্য মূলনীতিগুলির প্রয়োজন কেন হইত?

কেহ কেহ দাবী করেন যে, কোরআনেই প্রত্যেক বিষয়ের মীমাংসা রহিয়াছে। এমন কি, তাঁহারা রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ প্রভৃতির প্রমাণও কোরআন দ্বারাই দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অথচ কোরআনে সকল বিষয় বিদ্যমান থাকার অর্থ কখনও ইহা নহে। অন্যথায় কাপড় বুনিবার প্রণালী, বিভিন্ন প্রকারের মেশিন এবং কল কারখানা নির্মাণের নিয়ম পদ্ধতিও কোরআনেই থাকা উচিত ছিল। তাহা হইলে কোরআন তো একটি শিল্প ও কলকারখানা সম্বন্ধীয় পুস্তক হইয়া গেল। আচ্ছা বলুন তো চিকিৎসা-শাস্ত্র "তিব্বে-আকবর" কিতাবে যদি কেহ জুতা সেলাইবার প্রণালী অন্বেষণ করেন, তবে তিনি আহ্মক কিনা? আর যদি তিব্বে-আকবার কিতাবে জুতা সেলাইয়ের প্রণালী লিখিত থাকিত, তবে উহাকে তিব্বের কিতাব কখনও বলা যাইত না। তিব্বে-আকবার কিতাবে এসমস্ত বিষয় বিদ্যমান থাকা উহার গুণের পরিচায়ক হইবে না। তদ্রূপ তিব্বে রূহানীর কিতাব কোরআন শরীফে এ সমস্ত আজেবাজে বিষয় বিদ্যমান থাকিলে তাহা কোরআনের গুণ না হইয়া বরং দোষ হইত।

কোরআনে অবশ্য ধর্মীয় সমস্ত বিষয়ই বর্ণিত আছে, কিন্তু সমস্ত কিছু বিষদভাবেও স্পষ্টরূপে বর্ণিত থাকা যরূরী নহে; বরং উহাতে মূলনীতিসমূহ বর্ণিত রহিয়াছে। তাহা হইতে মুজতাহেদগণ শাখা বিধানসমূহ আবিষ্কার করিয়া লন। যেমন, কোরআন পাকে একটি মূলনীতি বর্ণিত আছে: مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

www.BANGLAKITAB.com

"রাসূলুল্লাহ্‌(দঃ) তোমাদিগকে যে নির্দেশ দান করেন তাহা গ্রহণ কর এবং যে বিষয়ে নিষেধ করেন তাহা হইতে নিবৃত্ত থাক।" অতএব এখন হুযুর (দঃ)-এর হাদীসসমূহ দ্বারা ধর্মের যতগুলি বিধান পাওয়া যাইতেছে, সবগুলি এই মূলনীতিরই শাখা প্রশাখা। সুতরাং আমাদের অধিকার আছে—হাদীস দ্বারা কোন কোন বিধানের প্রমাণ দেওয়ার। কোরআন শরীফে একটি মূলনীতি ইহাও বর্ণিত আছে যে, فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِى الْاَبْصَارِ "হে জ্ঞানিগণ! তোমরা এ'তেবার অর্জন কর।" পরস্পর সদৃশ দুই বস্তুর একটিকে অপরটির উপর অনুমান করার নাম এ'তেবার। ইহাতে বুঝা যায়, কোন কোন বিধান কেয়াস দ্বারাও প্রমাণিত হয়। এইরূপে কোরআনে বহু মূলনীতি রহিয়াছে। তবে "প্রত্যেক মাস্‌আলার উত্তরই কোরআন দ্বারা দিতে হইবে," আমাদের উপর এমন বাধ্য বাধকতার কি প্রয়োজন?

অধুনা "কোরআনীয়া সম্প্রদায়" নামে একদলের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহারা কোরআন ছাড়া আর কিছুই মানে না। ইহারা মায্‌হাব অমান্যকারী 'গায়ের মুকাল্লেদদের চেয়েও জঘণ্য। তাহারা তো কেবল কেয়াস অমান্য করিত, আর ইহারা হাদীসের অস্তিত্বই উড়াইয়া দিয়াছে। এই কোরআনীয়াসম্প্রদায়ের জনৈক আলেমকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—"নামাযে রাকআতের সংখ্যাগুলি কোরআন দ্বারা প্রমাণ কর।" আমরা দেখিতেছি, কোরআনে শুধু নামায পড়িবার নির্দেশ আছে, আর কোন কোন আয়াতে নামাযের ওয়াক্‌তের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, কিন্তু ফজরের ফরয দুই রাক্‌আত, যোহরের নামাযের ফরয চারি রাকাআত এইরূপে রাকআতের সংখ্যা কোথাও উল্লেখ নাই। তবে তোমরা এই রাকআতের সংখ্যা কোথা হইতে বুঝিতে পারিলে?" যদি হাদীস দ্বারা বুঝিয়া থাক, তবে সাব্যস্ত হইয়া গেল যে, হাদীসও ধর্মীয় বিধানসমূহের অন্যতম প্রমাণ, অন্যথায় কোরআন শরীফ খুলিয়া দেখাও রাকআতের সংখ্যা কোথায় বর্ণিত আছে?" সে ব্যক্তি একদিনের সময় চাহিল, ইহাতেই তাহার মায্‌হাব ভিত্তিহীন বলিয়া বুঝা গেল যে, এখন পর্যন্ত রাকআতের সংখ্যাই তাহার জানা নাই। পূর্ব হইতেই আমল আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। অবশেষে পরবর্তী দিন অনেক কিছু ভাবিয়া চিন্তিয়া সে এই আয়াতটি পেশ করিল:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِىْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ـ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌ তাআলার জন্য যিনি আসমান এবং যমিনের সৃষ্টিকর্তা এবং দুই-দুই, তিন-তিন, ও চার-চার ডানাধারী ফেরেশ্‌তাদের সৃষ্টিকারী।" এই ছিল তাহার নামাযের রাকআতসমূহের প্রমাণ। সোবহানাল্লাহ্‌! ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপই হইল "আঘাত করিলাম হাঁটুতে নষ্ট হইল চক্ষু।" আচ্ছা দেখুন তো এই আয়াতে

www.BANGLAKITAB.com

ফেরেশ্তাদের ডানার সংখ্যা বর্ণিত হইয়াছে? না নামাযের রাকআতের সংখ্যা বর্ণিত হইয়াছে? যদি শুধু সংখ্যার উল্লেখই তাহাদের প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হয়, তবে শুধুএই আয়াতটিই কেন? আরও এমন বহু আয়াত পাওয়া যাইবে। যেমন, আল্লাহ্ তাআলা বলেন: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ তোমরা স্ত্রীলোকদের মধ্য হইতে তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী বিবাহ কর—দুই-দুই, তিন-তিন এবং চার-চার। উক্ত আলেম নামাযের রাকাআতের সংখ্যার প্রমাণে যেই সংখ্যাযুক্ত আয়াত পেশ করিয়াছেন, এই আয়াতেও সেই সংখ্যাগুলিই উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু এগুলি কিসের সংখ্যা? নামাযের রাকআতের সংখ্যা, না ফেরেশতাগণের ডানার কিংবা বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা। اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ

মোটকথা, আলেমদের কখনও এই পন্থাঅবলম্বন করা উচিত নহে যে, প্রত্যেক মাসআলার উত্তরই কোরআন হইতে দেওয়ার চেষ্টা করিবেন, কিংবা প্রত্যেক মাসআলারই যৌক্তিক প্রমাণ বর্ণনাকরিবেন। কেননা, কোন কোনমাসআলায় আপনি কোন যুক্তি বা কারণই খুঁজিয়া পাইবেন না। কিংবা পাইলেও তাহা খুব দুর্বল। অতএব, মনগড়া যুক্তি কিংবা দুর্বল যুক্তি বর্ণনা করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে আপনি শরীয়তের ভিত্তিই দুর্বল করিতে চাহিতেছেন।

কোন একজন লোক আমার নিকট নিজের এক ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন: "আমি জনৈক আধুনিক ভদ্রলোককে দাড়ি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলাম: "আপনি দাড়ি কামান কেন? ইহা গুনাহের কাজ, আপনার তওবা করা উচিত। সে বলিল, দাড়ি রাখার প্রমাণ আপনি কোরআন হইতে দিতে পারিলে, আমি তওবা করিব, আর দাড়ি কামাইব না।" আমি বলিলাম, কোরআনের দ্বারাই আমি দাড়ির প্রমাণ দিতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে এই আয়াতটি পাঠ করিলাম।

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي *

"হারূন (আঃ) মূসা (আঃ)কে বলিলেন, হে আমার মাতৃ নন্দন! আমার দাড়ি এবং মাথা ধরিও না।" ইহাতে বুঝা যায় হারূন (আঃ)-এর দাড়ি ছিল, অন্যথায় মূসা (আঃ) কোথা হইতে তাহা ধরিতেন?"

আমি উক্ত নছীহতকারী লোকটিকে বলিলাম, "যদি সে ব্যক্তি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিত, হাঁ, এই আয়াতের দ্বারা দাড়ির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে, কেননা, হারূন (আঃ)-এর দাড়ি ছিল। কিন্তু ইহা তোপ্রমাণিত হইল না যে, দাড়ি রাখা ওয়াজেব। তবে আপনি কি উত্তর দিতেন? আর দাড়ির অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য আপনি কোরআনকে কেন কষ্ট দিলেন? নিজের দাড়িই দেখাইয়া দিতে পারিতেন: "নিন, আমার দাড়ি দেখুন, ইহাতেই তো দাড়ির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়া যাইত।"

www.BANGLAKITAB.com

সে বলিল, তাহার এত বুদ্ধি কোথায় ছিল যে, সে আমাকে এরূপ প্রশ্ন করিত ? আমি তো তাহাকে ঘাবড়াইয়া দিয়াছিলাম। আমি বলিলাম, আপনাদের মধ্যে ও আমাদের তালেবে-এল্‌ম্‌দের মধ্যে ইহাই পার্থক্য। আমরা কখনও এরূপ প্রমাণ উত্থাপন করিতে পারিতাম না যাহা আমাদের নিজেদের বিবেচনাই দুর্বল এবং খুঁতযুক্ত। আমাদের মুখ দিয়া এরূপ দলিলই বাহির হইত না। আমরা সাধ্যানুযায়ী এমন কথাই বলিতাম যাহা দুনিয়ার কোন জ্ঞানীই খণ্ডন করিতে না পারে; যদিও তাহা সম্বোধিত ব্যক্তির রুচিমত না হউক। অতএব, খুব অনুধাবন করুন যে, প্রশ্নকারীর রুচী অনুযায়ী উত্তর প্রদানের প্রণালী শরীয়তের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। ইহারা এই ভাবিয়া মনে মনে খুশী হয় যে, আমরা শরীয়তের সঙ্গে বন্ধুত্বই স্থাপন করিলাম। কিন্তু তাহাদের বন্ধুত্ব ঠিক সেই বিখ্যাত "ভল্লুকের বন্ধুত্বরই" অনুরূপ।

কথিত আছে, একব্যক্তি একটি ভল্লুক পুষিত। সে উহাকে পাখা নাড়িয়া বাতাস করা শিখাইয়াছিল। প্রভু যখন শয়ন করিত, তখন ভল্লুক দাঁড়াইয়া পাখা নাড়িয়া তাহাকে বাতাস করিতে থাকিত। তাহার কোন কোন বন্ধু তাহাকে নিষেধও করিয়াছিল যে, হিংস্র জন্তুর বিশ্বাস নাই। তাহার দ্বারা এই শ্রেণীর খেদমত গ্রহণ করা উচিত নহে যে, নিজে ঘুমাইয়া পড়িবে আর উহাকে স্বাধীন ভাবে ছাড়িয়া রাখিবে। সে উত্তর করিল, না বন্ধু, ইহা শিক্ষাপ্রাপ্ত। অর্থাৎ, ইহা এখন সভ্য ও শিষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন আর জংলী নহে। সুতরাং উহার পক্ষ হইতে এখন আর কোন ভয় নাই। একদিন সেই প্রভু সাহেব বিছানায় পড়িয়া ঘুমাইতেছিলেন। ভল্লুকটি অভ্যাস অনুযায়ী পাখা ঝুলাইতেছিল। হঠাৎ একটি মাছি আসিয়া প্রভুর নাকের ডগার উপর বসিল। ভালুক তখনই উহাকে তাড়াইয়া দিল। মাছি আবার আসিয়া যথাস্থানে বসিল। কোন কোন মাছি এত পাজী হয় যে, যতই উহাকে তাড়াইবেন ততই সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিবে, মোটেই নিবৃত্ত হয় না। ফলতঃ মাছিটি ভালুকটিকে বিরক্ত করিয়া তুলিল। তাড়াইতে তাড়াইতে সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তবুও মাছি পুনরায় আসিয়া হাজির হইতে লাগিল। এমন কি, ভালুক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং সে পাখা ফেলিয়া দিয়া বড় এক খণ্ড পাথর কুড়াইয়া আনিয়া হাতে রাখিল এবং মনে মনে বলিল, যদি মাছি পুনরায় আসে, তবে আমি এই পাথর দ্বারা উহাকে মারিয়াই ফেলিব। অবশেষে মাছি আবার আসিয়া নাকের উপর বসিতেই ভালুকটি মাছিটিকে লক্ষ্য করিয়া একটি বড় পাথর প্রভুর নাকের উপর মারিল। জানি না, মাছি মরিল কিনা। কিন্তু প্রভুর মস্তিষ্ক ভর্তা হইয়া গেল।

এই ভালুকটি যেমন নিজের ধারণানুযায়ী প্রভুর খেদমতই করিয়াছিল এবং তাহার ইচ্ছাও ছিল কষ্টদায়ক প্রাণীকে ধ্বংস করা, সে প্রভুকে ধ্বংস করিতে চাহে নাই। কিন্তু প্রত্যেকেই বুঝিতে পারেন এই বন্ধুত্ব প্রকৃতপক্ষে প্রভুর সহিত শত্রুতাই ছিল।

www.BANGLAKITAB.com

অনুরূপ ভাবে আজকাল আমাদের এসমস্ত অজ্ঞ ভাইয়েরা শরীয়তের সহিত ভালুকের ন্যায় সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে।

॥ আত্মগরিমা ও অহংকার ॥

এসমস্ত ধৃষ্টতামূলক প্রশ্নসমূহের আসল রহস্য এই যে, মানুষের মধ্যে ইদানিং আত্মগরিমা ও অহংকার প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। বশ্যতা ও আনুগত্যের স্বভাব লোপ পাইতে চলিয়াছে। এই কারণেই মানুষের স্বভাব গোলামসুলভ মনোভাব লইয়া ইস্‌লামী শরীয়তের বিধানগুলি মান্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে না। শুধু শরীয়তের বিধানেই নহে; বরং অবাধ্যতা, আত্মগরিমা ও অহংকারের রুচি প্রত্যেক ব্যাপারেই দেখা যাইতেছে। এমনকি, কোন কাজে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া সেই ভুল স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হইলেও উহার জন্য এমন এক পন্থা অবলম্বন করিয়া লয় যাহাতে বিন্দু পরিমাণ অনুতাপ বা নম্রতা বুঝা যায় না। কতকগুলি নিয়মতান্ত্রিক শব্দ আওড়ানই যথেষ্ট মনে করা হয়। এই ভুল ত্রুটি স্বীকারের ক্ষেত্রেও নিজের ব্যক্তিত্ব রক্ষা করা হয়। যেমন, আধুনিক সভ্যতায় ক্ষমা প্রার্থনার এক বিচিত্র পদ্ধতি দেখা যাইতেছে। কোন হতভাগা তাহাদের দ্বারা যতই ক্ষতিগ্রস্ত হউক না কেন, শুধু এতটুকু বলিয়াই ছুটিয়া যায় যে, আমি দুঃখিত, আমার কারণে আপনার ক্ষতি হইয়া গেল। সোবহানাল্লাহ্! একজনকে জুতা মারিয়া শুধু এতটুকু বলিয়াই সরিয়া পড়িল, "আমি দুঃখিত।"

এই প্রসঙ্গে আমার একটি গল্প মনে পড়িল। এক ব্যক্তির চোঁয়ালের দাঁতে ব্যথা হইলে সে ডাক্তারের নিকট গেল এবং বলিল, "আমার চোয়ালের দাঁতটি তুলিয়া ফেলুন।" জানি না ডাক্তার কি ভুল করিল, তাহার ব্যথাযুক্ত দাঁতটি না উঠাইয়া একটি ভাল দাঁত উঠাইয়া ফেলিল। তাহাতে লোকটি তৎক্ষণাৎ অন্ধ হইয়া গেল এবং বলিল, হায়! ডাক্তার সাহেব, আপনি কি করিলেন? ডাক্তার বলিল, আমি দুঃখিত, আমি ভুল করিয়া ফেলিয়াছি। বেচারার চক্ষু হারাইয়াছে, আর তিনি একটু দুঃখ প্রকাশ করিয়াই মনে করিলেন যে, ক্ষতিপূরণ করিয়া দিয়াছেন। তদুপরি আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, দুঃখও অন্তর হইতে প্রকাশ করে না। তাহাদের দুঃখ প্রকাশের সুরও এমন হইয়া থাকে যাহা হইতে ফেরআউনী ভাব প্রকাশ পায়।

কানপুরে জনৈক তালেবে-এল্‌ম একজন মুদার্‌রেসের সহিত বে-আদবী করিয়াছিল। বিচার আমার নিকট আসিলে আমি ছাত্রটিকে বলিলাম, ওস্তাদের কাছে ক্ষমা চাও। অন্যথায় তোমাকে মাদ্রাসা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে। সে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে সম্মত হইল। কিন্তু তাহার ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গী এইরূপ ছিল যে, উভয় হাত কোমরের পশ্চাতে রাখিয়া সটান দাঁড়াইয়া মুখে বলিল, আমি আপনার কাছে

www.BANGLAKITAB.com

ক্ষমা চাহিতেছি। এই অবস্থা দেখিয়া আমার রাগ হইল। আমি তাহাকে ২।৩ চড় লাগাইয়া বলিলাম,বে-আদব! এই কি মা'ফ চাহিবার ঢং? হাত জোড় করিয়া সামনে দাঁড়া। পায়ে ধর! অন্যথায় এখনই তোকে মাদ্রাসা হইতে বাহির করিয়া দিব। ইহা আধুনিক সভ্যতার কুফল। দুঃখের বিষয়! তালেবে-এল্‌ম এবং আলেমদের মধ্যেও ইহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে,ক্ষমা এইরূপে চায় যাহাতে অনুতাপের গন্ধমাত্র থাকে না।

যাহা হউক, প্রসঙ্গক্রমে এই কথাগুলি আসিয়া পড়িয়াছিল। আমি বলিতেছিলাম মানুষের মধ্যে এই পাগলামি ঢুকিয়াছে যে, প্রত্যেক ব্যাপারকেই কোরআনের মধ্যে ঢুকাইতে চায়।

একটি কেস্‌সা মনে পড়িল,বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছে যে, মানুষের শুক্রের মধ্যে এক প্রকারের কীট থাকে, তাহারই দ্বারা গর্ভ সঞ্চার হয়। কোন এক ব্যক্তির ঝোঁক হইল—তিনি কোরআন দ্বারা এই বিষয়টি প্রমাণ করিবেন। কেননা বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার কখনও ভুল হইবার নহে। উহা নিঃসন্দেহে নির্ভুল। এখন কোন প্রকারে এই বিষয়টি কোরআনের দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হউক। أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ মোটকথা,তিনি টানা হেঁচড়া করিয়া বিষয়টি কোরআন দ্বারা প্রমাণ করিলেন। এখন শুনুন,তাহার প্রমাণ কেমন চমৎকার! তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন--اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ○ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে "আলাক্" দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। অভিধানে আলাক্ শব্দের অর্থ জমাট রক্তও আছে এবং জোঁকও আছে। তিনি এই আয়াতটির অর্থ করিলেন "আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে জোঁক দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। কেমন বাজে কথা কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন—তোমার এই ব্যাখ্যা দ্বারা বিজ্ঞানের উক্ত বিষয়টি কেমন করিয়া প্রমাণিত হইল? কেননা, তাহারা ত একথা বলেন নাই যে, মানুষের শুক্রের মধ্যে জোঁক থাকে। হাঁ,তবে আপনার এই ব্যাখ্যার উপর একটি টীকা চড়ান উচিত যে, মানুষ সাধারণতঃ যে প্রাণীকে জোঁক বলিয়া থাকে এস্থলে সেই জোঁক উদ্দেশ্য নহে; বরং জোঁক বলিতে এখানে কীট উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা করিয়া সেই ভদ্রলোক হয়ত আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু আপনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? এই ধরনের ব্যাখ্যায় শরীয়তকে কি পরিমাণ বিকৃত করা হয় এবং ইহা হইতে বিরত থাকা কি পরিমাণ আবশ্যক? কেহ যদি এই জাতীয় মাস্‌আলার প্রমাণ কোরআন হইতে প্রত্যাশা করে, তাহাকে পরিষ্কার বলিয়া দেওয়া উচিত, কোরআন শরীর-বিজ্ঞানের গ্রন্থ নহে। এইরূপে যদি কেহ কোন বস্তু হারাম হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তবে তাহাকে শুধু বলিয়া দাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইহা নিষেধ করিয়াছেন। অযথা নিজের মনগড়া যুক্তি বা কারণ বর্ণনা করা উচিত নহে।

www.BANGLAKITAB.com

॥ যুক্তি সঙ্গত কারণ ॥

কেহ কেহ كَلِّمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ হাদীসটি দ্বারা প্রমাণ আনয়ন করে যে, হাদীস শরীফে নির্দেশ আসিয়াছে : "মানুষের সহিত তাঁহাদের জ্ঞানের পরিমাণ অনুসারে কথাবার্তা বল।" আজকাল যখন মানুষের স্বভাব এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে কোন বিষয়ে তাহাদের তৃপ্তি হয় না ; সুতরাং আমাদেরও উচিত সেই প্রণালীতে কথা বলা। আমি বলিতেছি, আপনি হাদীসটির প্রকৃত মর্ম বুঝেন নাই। হাদীসটির প্রকৃত অর্থ হইল, লোকের সম্মুখে এমন সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয় বর্ণনা করিও না যাহা তাহারা বুঝিতে না পারে। এই অর্থ নহে যে, তুমি তাহাদের বিকৃত রুচির পরিলক্ষিতে কথাবার্তা বল।

এখন আপনারা স্বয়ং মীমাংসা করুন, হারাম কার্যসমূহের স্পষ্ট ও সহজ কারণ কোন্‌টি এবং সূক্ষ্ম ও জটিল কারণ কোন্‌টি ? বলা বাহুল্য, সর্বাপেক্ষা সহজ ও সংক্ষেপ জবাব ইহাই হইবে যে, খোদা তা'আলা ইহা নিষেধ করিয়াছেন, কাজেই ইহা হারাম। হাদীসে এবিষয়ে নিষেধ আসিয়াছে, সুতরাং এরূপ করা গুনাহ্‌র কাজ। আর যে, সমস্ত কারণ ও যুক্তি আপনারা নিজেরা মনগড়া বর্ণনা করিতেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহাই সাধারণের বোধের অগম্য। অতএব, এই হাদীস দ্বারাও আমার কথারই পোষকতা পাওয়া যাইতেছে।

তবে বলিতে পারেন, এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে সাধারণ লোকের তৃপ্তি হয় না। সেক্ষেত্রে আমি বলি, তাহাদের মনে তৃপ্তি আনিয়া দেওয়া আপনাদের দায়িত্ব নহে। আপনাদের সেই জবাবই দেওয়া উচিত যাহা প্রকৃত এবং মৌলিক জবাব, অর্থাৎ, "আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন।" ইহা এমন একটা জবাব—কেয়ামত পর্যন্ত যাহা আর কখনও খণ্ডন করা যাইবে না। আর যদি যুক্তি সঙ্গত কারণ বর্ণনা করার এতই আগ্রহ হইয়া থাকে, তবে উহার প্রণালী এই যে, প্রথমে উক্ত প্রকৃত জবাব দান করুন এবং বলিয়া দিন যে,আসল জবাব তো ইহাই। অতঃপর অতিরিক্ত যৌক্তিক প্রমাণও বর্ণনা করুন। ফলতঃ, যদি কেহ উহা খণ্ডন করিয়াও দেয়, তবে প্রথমোক্ত অকাট্য জবাব তো নিরাপদ থাকিবে এবং শরীঅত-বিধানের নির্ভর আপনাদের বর্ণিত যুক্তির উপর থাকিবে না।

একবার আমি রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিতেছিলাম। ঘটনাক্রমে জনৈক ইংরেজী শিক্ষিত সাহেবও আমারই বগীতে সফর করিতেছিলেন। কোন এক ষ্টেশনে পৌঁছিলে তাঁহার এক চাকর আসিয়া একটি কুকুর তাঁহার নিকট দিয়া গেল। সাহেব উহাকে একটি শিকের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিলেন। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে তিনি আমার দিকে লক্ষ করিয়া বলিতে লাগিলেন : "আমি বুঝিতে পারি না, কুকুর পুষিতে শরীঅত

www.BANGLAKITAB.com

কেন নিষেধ করিয়াছে? অথচ কুকুরের মধ্যে এমন এমন গুণ রহিয়াছে এবং তিনি কুকুরের মধ্যে এমন গুণসমূহ আছে বলিয়া বর্ণনা করিলেন যাহা স্বয়ং প্রভুর মধ্যেও ছিল না।

আমি বলিলাম: আপনার এই প্রশ্নের দুইটি উত্তর আছে। একটি উত্তর সাধারণ আর একটি খাছ। সাধারণ উত্তরটি এই যে, نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم "রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদিগকে কুকুর পুষিতে নিষেধ করিয়াছেন।" আর হুযুর আমাদের চেয়ে ঢের বেশী জ্ঞানী ছিলেন। সুতরাং আমাদের অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নাই যে, হুযুর কেন নিষেধ করিয়াছেন। এই উত্তর শ্রবণ করিয়া তিনি নীরব হইয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার চেহারা দেখিয়া মনে হইল, তিনি এই উত্তরে তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি বলিলেন: "আমি আপনার খাছ উত্তরটি শুনিবার জন্যও আগ্রহান্বিত।" আমি বলিলাম: "খাছ উত্তরটি এই যে, কুকুরের মধ্যে যদিও অনেক গুণ বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে এত বড় একটি দোষ আছে যে, উহা তাহার সমস্ত গুণকে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে। তাহা এই যে, কুকুরের মধ্যে স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি নাই, নিজের প্রভুর সে যতই অনুগত হউক না কেন, স্বজাতির সহিত উহার এমন ঘৃণা ও বিদ্বেষ যে, দ্বিতীয় আর একটি কুকুর তাহার দৃষ্টিগোচর হইতেই সে উহাকে ছিঁড়িয়া খাওয়ার জন্য দৌড়ায়। সুতরাং যে প্রাণীর মধ্যে স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি নাই, উহা সঙ্গে রাখার যোগ্য নহে। এই উত্তরটি যেহেতু ভদ্র লোকটির রুচি অনুযায়ী হইয়াছিল, কেননা, ইহারা দিবা-রাত্র স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনার পাঠ আওড়াইয়া থাকে, যদিও তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক কমই হয়। এই উত্তরটি শ্রবণ করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং বলিল: "প্রকৃত উত্তর এইটি।" অথচ হহা কোন উত্তরই নহে, একটি কৌতুক মাত্র।

অতঃপর আমি বেরেলী শহরে এক তহ্‌শীলদার সাহেবের নিকট শুনিলাম, অলিগড় কলেজের ছাত্রদের মধ্যে আমার উপরোক্ত এই উত্তরটি লইয়া বেশ চর্চা করা হইতেছে এবং ছাত্রগণ বলে, বাস্তবিকপক্ষে জাতির জন্য এরূপ আলেমের প্রয়োজন আছে—যিনি এই ধরণের তত্ত্ববিশ্লেষণে সক্ষম। ইহাদের বোধশক্তির উপর পাথর পড়ুক। আমি বলি, তাহারাই এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারে। অন্যথায় আমাদের কাছে ইহার কোন উত্তর নাই। আমি নিজেই এই উত্তরটিকে নাকচ করিয়া দিতে পারি। একটি কুকুর আর একটি কুকুরকে দেখিলে যে ঘেউ ঘেউ করে, চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে, সে কি উদ্দেশ্যে চীৎকার করে। নিজের জাতির প্রতি সহানুভূতি-হীনতার কারণে না নিজের প্রভুর প্রতি সহানুভূতিশীলতার কারণে? বাহ্যিক দৃষ্টিতে বুঝা যায়—প্রভুর প্রতি সহানুভূতিশীলতার কারণেই সে ঘেউ ঘেউ করে। সে এই মনে করিয়া অপর কুকুরের প্রতি ঘেউ ঘেউ করে যে, এই কুকুরটি আমার প্রভুর শত্রু।

www.BANGLAKITAB.com

অভিজ্ঞতায় দেখা যায়,কাহারও বাড়ীতে দশটি কুকুর পোষা হইলে উহারা একে অন্যকে দেখিয়া ঘেউ ঘেউ করে না ; বরং উহারা সর্বদা অপরিচিত কুকুর দেখিলেই এরূপ করিয়া থাকে। তাহাও প্রভু উহাকে বারণ না করা পর্যন্ত। প্রভু বারণ করা মাত্রই উহার ঘেউ ঘেউ বন্ধ হইয়া যায়। কেননা, তখন সে বুঝিতে পারে যে, ইহা আমার প্রভুর শত্রু নহে। ইহা দ্বারা আমার প্রভুর কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই। ইহার পরে সে প্রভুর নিকটে যাইয়া তাহার পদ লেহন করিতে থাকে এবং এমন ভাব-ভঙ্গী প্রকাশ করিতে থাকে, যেন সে প্রভুর জন্য বড়ই আশেক। তাহার ভালবাসার আতিশয্য দেখিয়া মন ঘাব্ড়াইতে আরম্ভ করে। কুকুরের শত্রুতাও খারাপ, অতিরিক্ত আসক্তিও খারাপ।

নিন্, যেই উত্তর শ্রবণ করিয়া তাহারা এত আনন্দিত, আমি নিজেই উহাকে নাকচ করিয়া দিলাম। পক্ষান্তরে আমার প্রথম উত্তর অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদিগকে কুকুর পুষিতে নিষেধ করিয়াছেন—ইহা এমন একটি উত্তর যাহা খণ্ডন করার সাধ্য কাহারও নাই। এখন যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কেন নিষেধ করিয়াছেন ? তদুত্তরে আমি বলিব : "আমাকে এই প্রশ্ন করিবার কোন অধিকার তোমার নাই। তোমার যদি সাহস থাকে, তবে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্র নিকট প্রশ্ন করিও।"

একজন জজের সামনে মোকদ্দমা পেশ করা হয়, তিনি আইন অনুযায়ী উহার ফয়ছলা করিয়া থাকেন। তাঁহাকে এরূপ প্রশ্ন করিবার অধিকার কাহারও নাই যে, এরূপ আইন কেন প্রণয়ন করা হইয়াছে ? যদি কোন বোকা এরূপ প্রশ্ন করিয়াই বসে, তবে তিনি বলিতে পারেন : আমি আইনজ্ঞ, আইন প্রণেতা নহি। এই প্রশ্ন তোমার পার্লামেন্ট অথবা আইন-সভাকে করা উচিত। আর জজের এই উত্তরকে সমস্ত জ্ঞানীরা খুব যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া থাকেন। তবে ইহার কারণ কি থাকিতে পারে যে, এরূপ উত্তর আলেমগণের পক্ষ হইতে দেওয়া হইলে যুক্তিসঙ্গত মনে করা হইবে না ? তাহাদের প্রতি প্রশ্নবান এবং দুর্নাম কেন হইবে ?

আলেমগণ কখন এরূপ দাবী করিয়াছিল যে, আমরাই আইন প্রণেতা ? বরং তাঁহারা তো পরিষ্কার ভাষায়ই বলিয়া থাকেন, আমরা আইনের জ্ঞান রাখি মাত্র। আমাদিগকে কেবল ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, এই আইনটি কোন্ কিতাবে আছে ? আমরা তোমাদিগকে কোরআনে, হাদীসে, কিংবা ফেকাহ্র কিতাবে তাহা দেখাইয়া দিব। আইন প্রণয়নের কারণ ও যুক্তি আমরা জানি না। এই প্রশ্ন আইন প্রণয়নকারীকে জিজ্ঞাসা কর। আইন প্রণেতা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)ও আইন প্রনয়ণকারী নহেন ; তিনিও শুধু আইন প্রচারক। তাঁহার অবস্থা তো শুধু এইরূপ :

گفتهٔ او گفتهٔ الله بود + گرچه از حلقوم عبد الله بود .

www.BANGLAKITAB.com

"হুযুর (দঃ)-এর কথা আল্লাহ্‌রই কথা, যদিও আল্লাহ্‌র একজন বন্দার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে।"

আর হুযুরের সম্মুখে ওলামায়ে কেরামের অবস্থা এইরূপ ঃ

در پس آئینه طوطی صفتم داشته اند + آنچه استاد ازل گفت همان می گویم

"তোতা পাখীর ন্যায় আমাকে আয়নার পশ্চাতে রাখা হইয়াছে। আযলের ওস্তাদ যাহাকিছু বলেন, আমি তাহাই বলিয়া থাকি।

।। বিধানসমূহের হেকমত ।।

আমার উপরোক্ত বর্ণনার অর্থ—এই নহে যে, শরীঅতের বিধানগুলির কোন হেকমত ও যুক্তি নাই। যুক্তি অবশ্যই আছে এবং আলেমগণ তাহা অবগতও আছেন। কিন্তু তাহাতে এমন কি আবশ্যক হইয়া পড়িল যে, তোমাদিগকে বলিতেই হইবে? আমাদের নিকট গিনি স্বর্ণ আছে কিন্তু আমরা তোমাদিগকে দিব না। কাহারও কোন ধার ধারি কি? ফলকথা, আমরা আইন প্রণেতা নই যে,আইনের যুক্তি বিশ্লেষণ করাও আমাদেরই দায়িত্ব হইবে? আমরা তো শুধু এতটুকু অবগত আছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা সুদকে হারাম করিয়া দিয়াছেন, কাজেই উহা হারাম, যদি প্রশ্ন কর যে, কোথায় হারাম করিয়াছেন? ইহার উত্তর প্রদান করা অবশ্য আমাদেরই দায়িত্ব। আমরা বলিয়া দিব : اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا "আল্লাহ্ তা'আলা কেনাবেচা অর্থাৎ, ব্যবসায়কে হালাল করিয়াছেন এবং সুদকে হারাম করিয়াছেন।"

আমি বলিতেছিলাম, একজন ভদ্রলোক সুদ হারাম হওয়ার এই কারণ মনে করিয়াছিলেন যে, ইহাতে বড়ই অমানুষিকতা হয়। তাহার এই যুক্তি কোন যুক্তিই নহে। কেননা, এই অমানুষিকতার যুক্তি প্রত্যেক ব্যবসায়ের মধ্যেই প্রয়োগ করা যায়; বরং সুদ হারাম হওয়ার আসল কারণ উহাই যাহা আমি বর্ণনা করিয়াছি।

কেহ কেহ শরীঅতের বিধানসমূহের যুক্তি নিজে মনগড়া আবিষ্কার করিয়া খাদ্য শস্যের ব্যবসায় হারাম মনে করিতেছে। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। খাদ্য-শস্যের ব্যবসায় অন্যান্য পণ্যের ব্যবসায়েরই অনুরূপ। উহার ব্যবসায়ে কোন নিষেধ নাই। তবে বলিতেপারেন খাদ্য-শস্যের ব্যবসায়ে লোকে মূল্য চড়িবার অপেক্ষায় শস্য আবদ্ধ করিয়া রাখে। আমি বলি, মূল্য চড়িবার জন্য স্বাভাবিক অপেক্ষা করাতেও ক্ষতি কিছুই নাই। হাঁ, অতি মূল্য বৃদ্ধির জন্য দোয়া করা কিংবা মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করা খারাপ। তবে সাধারণভাবে নিজের লাভের জন্য দোআ করা জায়েয। যদিও তাহাতে পরোক্ষভাবে শস্যের মূল্য বৃদ্ধিরই আকাঙ্ক্ষা অনিবার্য হয়। ফেকাহশাস্ত্রের আলেম যে, احتكار 'এহ্‌তেকার' অর্থাৎ,খাদ্য-শস্য আটক করিয়া রাখা নিষেধ করিয়াছেন,উহার অর্থই এই যে দুর্ভিক্ষের সময়ে যখন দেশে খাদ্য-শস্য দুর্লভ হইয়া পড়ে এবং খাদ্যাভাবে লোকের কষ্ট

www.BANGLAKITAB.com

হয়, তখন খাদ্য-শস্য অতিরিক্ত লাভের আশায় আটক করিয়া রাখা হারাম। যদি বাজারে খাদ্য-শস্য পাওয়া যায়, তদবস্থায় লাভের আশায় শস্য আটক করিয়া রাখা হারাম নহে। মোটকথা, সাধারণের মধ্যে যে একটা কথা প্রসিদ্ধ আছে, "লাভের আশায় খাদ্য-শস্য আটক করিয়া রাখা হারাম" তাহা ঠিক নহে। ফলকথা, আমরা নিজের তরফ হইতে মনগড়া যুক্তি আবিষ্কার করিয়া হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করিয়া রাখিয়াছি। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, খাদ্য-শস্যের ব্যবসায় একেবারে মুসলমানের হাতছাড়া হইয়া কেবলহিন্দুর হাতে চলিয়া গিয়াছে। আজ যদি হিন্দুরা মুসলমানদের নিকট খাদ্য-শস্য বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেয়, তবে মুসলমানদের কষ্টের অবধি থাকিবে না। আমার মতে প্রত্যেক শহরে, বাজারে এবং গ্রামে খাদ্য-শস্যের ব্যবসায়ী মুসলমানও থাকা আবশ্যক। যাহাতে মুসলমানদিগকে কোন সময় দুরবস্থার সম্মুখীন হইতে না হয়। মুদ্দাকথা,এইরূপ যুক্তি ও কারণ প্রথমতঃ আলেমদের জ্ঞাত থাকা জরূরী নহে। তাঁহারা অবগত থাকিলেও তাঁহাদের একথা বলিবার অধিকার আছে যে, আমরা বলিব না।

আপনি যদি ডাক ঘরে যাইয়া কেরাণীকে জিজ্ঞাসা করেন, এক তোলা মালের ডাকমাশুল কত? সে যদি আপনাকে বলিয়া দেয়, মাশুল তিন পয়সা। আপনি যদি ইহার উপরও প্রশ্ন করেন যে, তিন পয়সা মাশুল হওয়ার কারণ কি? ইহার উত্তরে সে কি বলিবে? বলা বাহুল্য, সে এই উত্তরই দিবে যে, সাহেব! আমি আইন অনুযায়ী কাজ করিতেছি। আপনি যদি তিন পয়সার কম টিকেট লাগান, তবে আমি আপনার লেফাফা বিয়ারিং পোষ্ট করিয়া দিব। তার পরের কথা আমি জানি না, ইহার কারণ কি এবং কি নয়? যদি আমার কথায় আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে আমি আপনাকে ডাক বিভাগের আইন বই দেখাইতে পারি। তাহাতে দেখিবেন এক তোলার মাশুল আমি যাহা বলিয়াছি তাহাই, ইহার চেয়ে অধিক আপনি আমাকে প্রশ্ন করিতে পারেন না।

দুঃখের বিষয়, পোষ্ট অফিসের কেরাণী এরূপ উত্তর দিলে সকলেই তাহা মানিয়া লন। অথচ আলেমদের এই জাতীয় উত্তর মানা হয় না।

আমি বুঝিতে পারি না, এই দুই উত্তরের মধ্যে পার্থক্য কি? কিন্তু আজকাল তো প্রত্যেকেই নিজেকে ধর্মীয় বিষয়ে মুজ্তাহেদ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। নিজের বিবেক অনুযায়ী কারণ বা যুক্তি খাড়া করিয়া উহারই উপর ধর্মের বিধানসমূহের নির্ভর মনে করে। যেমন কোন কোন লোককে বলিতে শুনা গিয়াছে যে, আরবের লোকেরা উষ্ট্র-চারক জংলী লোক ছিল। তাহাদের মুখ-মণ্ডলের উপর ধূলা-বালি এবং হাতে পায়ে প্রস্রাবের ছিটা পড়িত। এই কারণেই তাহাদের উপর ওযু ফরয করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, নামাযের পূর্বে ওযু করিয়া লও। এই কারণে ওযুর মধ্যে ঐসমস্ত অঙ্গ

www.BANGLAKITAB.com

ধৌত করাই ফরয করা হইয়াছে, যাহা অধিকাংশ সময় কাজে-কর্মে থাকার কারণে ময়লাযুক্ত হইয়া যায়। কিন্তু আমরা সভ্য লোক, অধিকাংশ সময়েই মোজা এবং হাত মোজা পরিয়া থাকি। তদুপরি কাঁচের জানালাযুক্ত গৃহে বাস করি। আমাদের হাতে পায়ে ধূলা-বালু বা ময়লা লাগিতে পারে না। সুতরাং আমাদের জন্য ওযূ ফরয নহে।

এই যুক্তিটি তেমনই হইল—যেমন যুক্তি কোন এক রেল ষ্টেশনে জনৈক সীমান্তের পাঠান দর্শাইয়াছিল। উক্ত পাঠান দুই মন ওযনের একটি বস্তা বগলে চাপিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। সে তাহা লাগেজ-বুক করায় নাই। গেট চেকারকে টিকেট দেখাইবার সময় চেকার বলিল : 'এই মালের বিল কোথায় ?' সে উত্তর করিল : 'বিল আবার কি ?' চেকার বলিল : 'এই বস্তার টিকেট ?' সে আবারও নিজের টিকেটখানিই দেখাইল। চেকার বলিল : "ইহা তো তোমার টিকেট। এই মালের টিকেট দেখাও।" সে বলিল : 'না' আমারও এই টিকেট মালেরও এইটিকেট।' চেকার বলিল: 'পনর সেরের অতিরিক্ত ওযনের মালের জন্য পৃথক টিকেট করিতে হয়।' তখন পাঠান বলিয়া উঠিল : 'ইহাই আমার পনের সের। রেলওয়েবিভাগ পনের সেরের যে আইন করিয়াছে উহার অর্থ এই যে, যে পরিমাণ মাল মানুষ অনায়াসে বহন করিয়া নিতে পারে উহার মাশুল লাগিবে না। ভারতবর্ষের লোকেরা পনের সেরই বহন করিতে পারে। এই কারণেই আইনে পনর সের নির্ধারিত হইয়াছে। আমরা দুই মন বহন করিতে পারি। কাজেই ইহাই আমাদের পনর সের।

তবে কি চেকার বাবু তাহার এই যুক্তি মানিয়া নিতে পারে ? কখনই না। সে ইহাই বলিবে যে, আমরা আইনের রহস্য বা যুক্তি কিছুই জানি না। আমাদের নিকট রেলওয়ে গাইড্‌ রহিয়াছে। তাহাতে আইন এইরূপই রহিয়াছে যে; পনর সেরের অতিরিক্ত মাল হইলে উহার লাগেজ বুক করিতে হইবে। উহাতে হিন্দুস্থানী এবং কাবুলীর কোন ভেদাভেদ নাই। দুনিয়ার সমস্ত সভ্য লোকই এই উত্তরকে যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মানিয়া নিবেন।

এইরূপে আমিও ওযূ ফরয হওয়ার উক্ত উদ্ভট যুক্তির উত্তরে বলিতেছি যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা নামাযের জন্য ওযূ ফরয করিয়াছেন। উহাতে সভ্য ও গেঁয়ো লোকের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। সুতরাং গ্রাম্য এবং শহরে সকলের উপরই ওযূ করা ফরয। আমি কোরআনে তোমাদিগকে ব্যাপক নির্দেশ দেখাইতে পারি। ইহা ভিন্ন আমি আর কিছু জানি না। আমরা জানি না, এই নির্দেশ বা বিধানের যুক্তি বা কারণ কি ?

॥ আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্ক ॥

উপরোক্ত বিষয়টি এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছিল যে, মানুষ মনে করিয়া থাকে, কোন ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কিংবা কোন পার্থিব উপকারার্থে তাবীয,

www.BANGLAKITAB.com

মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদি আমল করা সকল অবস্থায়ই জায়েয, চাই কি তাহাতে শয়তানেরই সাহায্য লওয়া হউক, ইহা সম্পূর্ণ ভুল। আর আমি বলিয়াছিলাম যে, পার্থিব ক্ষতি কোন ক্ষতি নহে। আসল ক্ষতি আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তোষ। কিন্তু মানুষ ইহাকে নিতান্ত তুচ্ছ মনে করে। মনে করে, এখনই কি আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাৎ হইবে? পাপ কার্য করিয়া লই, পরে তওবা করিব। পাক ছাফ হইয়া আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। আমি বলি, প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সাক্ষাতের সময়টুকু কাহারও জানা নাই। হইতে পারে, এই নিশ্বাসই শেষ নিশ্বাস। আপনার যদি জীবনের উপর এতই ভরসা থাকে, তবে বলুন, তওবা করার ভরসায় পাপ কার্য করা কোন্ বুদ্ধিমত্তার কাজ? ইহার দৃষ্টান্তও তো ঠিক সেইরূপ—যেমন, কেহ বিষের ক্রিয়ানাশক তিরইয়াকের ভরসায় বিষ পান করিল কিংবা সাপের মন্ত্র জানে বলিয়া সাপ দ্বারা নিজেকে দংশন করাইল। মনে করে, তিরইয়াক দ্বারা বিষের ক্রিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিবে এবং মন্ত্র দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করিয়া সাপের বিষ নামাইয়া ফেলিবে। তবে যাহারা তওবার ভরসায় গুনাহের কাজ করিয়া থাকে। তাহারা কি এরূপ করিতে পারিবে? কখনও পারিবে না। এতদ্ভিন্ন আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে মহব্বতের সম্পর্কও তো আছে। ইহাই কি সেই মহব্বতের প্রমাণ?

বন্ধুগণ! কোন আশেক যদি জানিতে পারে যে, আমার মা'শুক অমুক কাজে অসন্তুষ্ট হন। সে কি কখনও এরূপ কল্পনা করিতে পারে যে, এখনও তো মা'শুকের সঙ্গে সাক্ষাতের বিলম্ব আছে, চল, সেই কাজটি করিয়াই লই। বন্ধুগণ! সত্যিকারের প্রেমিক কখনও এরূপ করিতে পারে না। তাহার প্রেম কখনও প্রিয়জনের মরযীর বিপরীত করিবার জন্য তাহাকে অনুমতি প্রদান করে না। সাক্ষাতে যত বিলম্বই থাকুক না কেন, বরং সাক্ষাতের সম্ভাবনা না থাকিলেও না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আল্লাহ্ তা'আলার সাথে আমরা উহার বিপরীত ব্যবহার করিতেছি। মনে হয়, পূর্ণ মহব্বতই নাই, তবে এমতাবস্থায় তো অভিযোগের কারণ আরও অধিক হইয়া দাঁড়াইল। আমরা স্ত্রী-পুত্রের প্রতি কেমন মহব্বত রাখিতেছি! একটি সামান্য সুশ্রী আকৃতির প্রতি আমাদের কেমন আন্তরিক সম্পর্ক হইয়া যায়—অথচ আল্লাহ্ তা'আলার সহিত এই শ্রেণীর মহব্বত হয় না। যিনি প্রতাপে, সৌন্দর্যে, গুণে এবং দানে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিপূর্ণ; বরং সামান্য যাহাকিছু সৃষ্ট-জীবের মধ্যে আছে উহাও তাঁহারই দান। কবি বলেন:

اے کہ صبرت نیست از فرزند و زن + صبر چوں داری ز رب ذوالمنن

اے کہ صبرت نیست از دنیائے دوں + صبر چوں داری ز نعم الماهدون

"ওহে, তুমি স্ত্রী-পুত্র হইতে ছবর করিতে পারিতেছ না। অসীম অনুগ্রহশীল আল্লাহ্ তা'আলা হইতে কেমন করিয়া ছবর করিতেছ? ওহে, তুমি তুচ্ছ দুনিয়া হইতে

www.BANGLAKITAB.com

ছবর করিতে পারিতেছ না, আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা হইতে কেমন করিয়া ছবর করিতেছ ?”

আল্লাহ্ তা'আলার সহিত যদিও মৌলিক মহব্বত আছে ; কিন্তু অন্যান্য বস্তুর মহব্বত উহাকে পরাভূত করিয়া রাখিয়াছে, এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তোষের গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। মানুষকে সাপে কাটিলে নিম পাতার তিক্ততা সে অনুভব করিতে পারে না। এইরূপে আমাদিগকে দুনিয়ার সাপে কাটিয়াছে এই কারণেই খোদার অসন্তোষের তিক্ততা আমরা অনুভব করিতে পারিতেছি না ; বরং অন্য কথায় এরূপ বলা যায়, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষের সুমিষ্ট স্বাদই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কাজেই তাঁহার অসন্তোষের তিক্ত স্বাদের অনুভূতিও আমাদের নাই। اَلْاَشْيَاءُ تُعْرَفُ بِاَضْدَادِهَا অর্থাৎ, প্রত্যেক বস্তুর তথ্য উহার বিপরীত বস্তুর দ্বারা জানা যায়। হযরত আউলিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষের মিষ্ট স্বাদ উপভোগ করিয়াছেন। কাজেই তাঁহারা আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তোষের তিক্ত স্বাদ অনুভব করিতে পারেন। তরীকত-পন্থীর হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক স্থাপনজনিত এক মিষ্ট-স্বাদ বিদ্যমান থাকে। আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক থাকার কারণে তাঁহাদের অন্তরে এক প্রকারের নূর বা জ্যোতি উৎপন্ন হয়, যাহা হারাইয়া ফেলিলে তাঁহাদের অবস্থা এইরূপ দাঁড়ায় :

هر دل سالک هزاران غم بود + گر زباغ دل خلالے کم بود

“তরীকত-পন্থীদের আন্তরিক অবস্থা কিছু মাত্র হ্রাস পাইলে তাঁহাদের অন্তরের উপর দুঃখ ও চিন্তার পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়ে। আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তোষের অনুভূতি অন্য লোকের কেমন করিয়া হইবে ? অন্তর তো পূর্ব হইতেই রুটি সেঁকিবার তাওয়ার ন্যায় কাল হইয়া রহিয়াছে। হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক স্থাপন পূর্বক নূর উৎপন্ন কর। তখন বুঝিতে পারিবে—আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তোষের তিক্ততা কেমন। অতঃপর এই বিষয়টি আপনাআপনিই বুঝে আসিবে যে, বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির আসল ক্ষতি। উহার মুকাবেলায় দুনিয়ার লাভ-লোকসানের কোন অস্তিত্বই নাই।

॥ হারাম হওয়ার ভিত্তি ॥

এই মাসআলাটিকে কোরআনে মজিদের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا *

www.BANGLAKITAB.com

"মানুষ আপনাকে শরাব এবং জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, উহা হালাল না হারাম। আপনি বলুন, ইহাদের মধ্যে একটি গুনাহ্ আছে কিন্তু তাহা অতি বড় গুনাহ্ আর ইহাতে মানুষের নানাবিধ লাভ আছে। সোব্হানাল্লাহ্! কেমন নিখুঁত প্রণালীর উত্তর! অর্থাৎ শরাব এবং জুয়া হারাম হওয়া সম্বন্ধে মানুষের মনে এই ধোকা হইতে পারিত যে, এতদুভয়ের মধ্যে মানুষের পার্থিব লাভ অনেক আছে। সুতরাং এগুলি হারাম না হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সন্দেহের মৌলিকতা অস্বীকার করেন নাই; বরং উহাকে স্বীকার করিতেছেন যে, বাস্তবিকই উহাতে মানুষের লাভও আছে এবং সেই লাভও একটিই নহে; বরং এক বচনের পরিবর্তে বহু বচনের শব্দ ব্যবহার করিয়া দেখাইতেছেন যে, উহাতে অনেক লাভ আছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে তাহাতে আবার একটি গুনাহ্ও আছে।

এস্থলে একটি কথা লক্ষ্যণীয় এই যে, লাভের ক্ষেত্রে তো "منافع للناس" বহু বচনের শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আর ক্ষতির ক্ষেত্রে এক বচনের শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন إثم। ইহা যদি খোদার কালাম না হইয়া কোন মানুষের কালাম হইত, তবে সামনাসামনি হওয়ার জন্য ক্ষতির ক্ষেত্রেও বহুবচনের শব্দ آثام। (অনেক গুনাহ্) বলা হইত। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা এস্থলে এই সূক্ষ্মতত্ত্বটি জানাইয়া দিতে চাহেন যে, কোন বিষয়ে যদি হাজার হাজার লাভও থাকে, কিন্তু তৎসঙ্গে উহার মধ্যে একটি গুনাহ্ থাকিলেও অর্থাৎ, যদি তাহাতে আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হওয়ার আভাষও থাকে, তবে ঐ হাজার লাভ সেই একটি মাত্র গুনাহের মুকাবেলায় তুচ্ছ এবং কিছুই না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার সামান্য একটু সন্তোষ যেমন বিরাট সম্পদ, কারণ আল্লাহ্ বলেন: وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ أَكْبَرُ "অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার সামান্য সন্তোষও অতি বৃহৎ" তদ্রূপ তাঁহার সামান্য অসন্তোষও ভীষণ আযাবের কারণ, উহার কারণ একটি গুনাহ্ই হউক না কেন। এই কারণেই এখানে إثم শব্দটি একবচন ব্যবহার করা হইয়াছে, কিন্তু উহাকে كَبِيرٌ অর্থাৎ 'বৃহৎ' বিশেষণে বিশেষিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সারকথা এই যে, শরাব এবং জুয়ার মধ্যে লাভ তো অনেকই আছে। কিন্তু তাহাতে একটি গুনাহ্ আছে। সেই একটি গুনাহ্ও এত বৃহৎ যে উহা সেই লাভসমূহকে বিলীন করিয়া দিয়াছে। এই কারণে সম্মুখের দিকে বহুবচনের শব্দ منافع ব্যবহার করেন নাই; বরং এক বচনের نفع শব্দ বলিয়াছেন: وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا অর্থাৎ, উভয়ের গুনাহ্ উহাদের লাভ অপেক্ষা অনেক বড়। এস্থলে এক বচনের শব্দ نفع ব্যবহার করার কারণ পূর্বোক্ত কথা হইতে বুঝা গিয়াছে যে, উক্ত লাভসমূহের মুকাবেলায় একটি গুনাহ্ও আছে। আর নিয়ম এই যে, এক মন মিষ্টির সঙ্গে যদি এক তোলা পরিমাণ বিষ মিশান থাকে, তবে সেই সাকুল্য মিষ্টিও ঐ এক তোলা বিষের কারণে

www.BANGLAKITAB.com

নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপে যখন উক্ত লাভসমূহ একটি গুনাহের কারণে নষ্ট হইয়া গেল তখন উহা আর বহুবচনের শব্দে প্রকাশ করার যোগ্য রহিল না। এই কারণেই আল্লাহ্ বলিয়াছেন : وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا এই আয়াতটি দ্বারা প্রমাণিত হইয়া গেল যে, পার্থিব লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে কোন বস্তু বা কার্য হারাম এবং পাপযুক্ত হয় না। যেমন, কোন কোন মানুষ মনে করিয়া রাখিয়াছে। আরকোনকোন সময় তাহারা মুখে বলিয়াও ফেলে যে, এই কাজ করাতে ক্ষতি কি ? ইহা তো লাভজনক বস্তু। যেমন, তাবীয এবং মন্ত্র-তন্ত্রের ব্যাপারে বহু লোক এই ধোকায় পতিত রহিয়াছে যে, যে কাজ মানুষের উপকার হয় তাহা জায়েয—উহাতে শয়তান হইতেই সাহায্য লওয়া হউক কিংবা যতই গর্হিত শব্দ ব্যবহার করা হউক না কেন। আপনি দেখিতে পাইয়াছেন যে, শরাব এবং জুয়ার মধ্যে মানুষের জন্য একটি লাভ নহে, বহু সংখ্যক লাভ রহিয়াছে। কিন্তু তথাপি তাহা হারাম—কেন ? শুধু এই জন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না, উহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হন। এখন বিষয়টি পরিষ্কার হইয়া গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তোষই যাবতীয় বস্তু বা কার্য হারাম হওয়ার ভিত্তি।

অতএব, বুঝা গেলযে, اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "কার্যসমূহের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল" হাদীসটি গুনাহের কাজ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। গুনাহের কাজ যে নিয়তেই হউক জায়েয হইতে পারে না; বরং উহার মতলব আমি পূর্বে যাহা বর্ণনা করিয়াছি তাহাই। অর্থাৎ, কোন কোন নেকআমল এমনও আছে যে, নিয়ম ব্যতিরেকে সওয়াব পাওয়ার উপযোগী হয় না। যেমন মুবাহ কার্যসমূহ। আর কতকগুলি কাজ আছে নিয়ত ভিন্ন শুদ্ধই হয় না। যেমন, নামায, রোযা প্রভৃতি।

।। ওযূ ছাড়া নামায ।।

যেমন কোন ব্যক্তি যদি নামাযের ন্যায় অবস্থা ও আকৃতি করে ; কিন্তু নামাযের নিয়ত না করে, তবে তাহা নামায বলিয়া গণ্য হইবে না। এই প্রসঙ্গে আমি আপনাদিগকে একটি কথা বলিয়া দিতে চাই—যদিও তাহা বলিতে মন চায় না। কিন্তু শুধু এই উদ্দেশ্যে বর্ণনা করিতেছি যে, কোন সঙ্কট সময়ে যেন মানুষ নিজের ঈমান রক্ষা করিতে পারে এবং কুফরী হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। কথাটি এই যে, কোন কোন সময় এমনও অবস্থা হয় যে, কোন বেনামাযী আসিয়া নামাযীর দলের মধ্যে আটকিয়া পড়ে। নামাযের সময় আসিয়া উপস্থিত হইলে সকল নামাযী নামাযের জন্য তৈয়ার হইয়া যায়। এখন উক্ত বেনামাযী লোকটি বড় সঙ্কটে পড়ে। নামায না পড়িলে সকলে তিরস্কার করিবে, ভালমন্দ বলিবে, আর যদি নামায পড়িতে যায়, তবে বিপদ এই যে, তাহার উপর গোসল ফরয হইয়া রহিয়াছে। এখন সকলের সম্মুখে গোসল করিলে অধিকতর বদনাম অর্জন করিতে হয়। এবতাবস্থায় বেনামাযী লোকটি দুর্নাম

www.BANGLAKITAB.com

হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নামাযে যাইয়া শরীক হয়। আর ফেকাহ্ শাস্ত্রের অলেমগণ লিখিয়াছেন যে, অযু ভিন্ন নামায পড়া কুফরী। অতএব, আমি বলি এরূপ সঙ্কটে পড়িয়া যদি কেহ নামায পড়িতে চায়, তবে সে যেন নামাযের নিয়ত না করে; বরং নিয়ত না করিয়া শুধু নামাযীদের অনুকরণ করিতে থাকে। এই উপায়ে সে কুফরী হইতে রক্ষা পাইবে যদিও এমতাবস্থায় সে নামায না পড়ার পাপে পাপী হওয়ার সাথে সাথে ধোকা দেওয়ার পাপেও পাপী হইবে। কেননা, মানুষ তাহাকে নামাযী মনে করিবে—অথচ সে বেনামাযী; কিন্তু কুফরী হইতে তো রক্ষা পাইবে।

দেখুন, শরীয়তে কেমন সুন্দর সুবিধা প্রদান করিতেছে। পাপীও তাহা হইতে বঞ্চিত হয় না। তবুও দুঃখের বিষয় মানুষ শরীয়তকে সংকীর্ণ বলিয়া অখ্যায়িত করিয়া থাকে। কিন্তু আল্লাহ্র ওয়াস্তে আপনারা সর্বদা এই সুবিধাটি ভোগ করিবেন না এবং এইরূপ অবস্থায় ইমামতিও করিবেন না। অন্যথায় সমস্ত নামাযীর নামাযের বোঝা আপনার ঘাড়ে চাপিবে। ফলকথা, দোষের কাজ করিতেও বুদ্ধি-কৌশলের প্রয়োজন। কোন ব্যক্তি যদি দুর্নামের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য অযু ভিন্নই নামাযে শরীক হইয়া পড়ে, তবে কুফরী হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে ব্যক্তির নামাযের নিয়ত না করা কর্তব্য। আজকাল অনেক মানুষ এমন আছেন যাহাদিগকে নামাযী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বিনা ওযূতে ঢুঁ মারিতেছে; কিংবা বিনা ওযরে নামাযের কোন কোন রুকন ত্যাগ করে (যেমন, খাড়া হইয়া নামায পড়া)। দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর লোক সমাজের বরেণ্য এবং নেতাও সাজিয়া বসেন।

॥ লীডারদের নামায ॥

যেমন, জনৈক নেতা যিনি প্রথমে তো বেনামাযীই ছিলেন, এখন কিছু দিন ধরিয়া তিনি নামাযী হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অবস্থা এই যে, একবার তিনি গাড়ী হইতে ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া সোজা মোটরকারে যাইয়া উঠিলেন, নামাযের সময় হইয়াছিল, কাজেই তিনি মোটর গাড়ীতে বসিয়াই নামায আরম্ভ করিয়া দিলেন।

এই নেতা সাহেবেরই আর এক দিনের ঘটনা। এক দিন নামাযের সময় হইল, পানি ছিল না। তাইয়াম্মুমের প্রয়োজন হইল। তিনি তাইয়াম্মুমের নিয়ম জানিতেন না এবং কাহারও নিকট এই কারণে জিজ্ঞাসাও করিলেন না, কেননা, লীডার ও সমাজের নায়ক হইয়া কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করা দোষের কাজ বলিয়া মনে করিলেন। লোকে বলিবে, চমৎকার লীডার তাইয়াম্মুমের নিয়মও জানেন না। অবশেষে নিজেই তাইয়াম্মুম আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং প্রথম কাজ তিনি এই করিলেন যে, মাটি লইয়া ঠিক তেমনিভাবে হাতে ঘষিতে আরম্ভ করিলেন যেমনিভাবে ওযূর মধ্যে পানি দ্বারা হাত ধৌত করা হয়। অথচ তাইয়াম্মুমের সম্বন্ধে শরীয়তের হুকুম এই যে,

www.BANGLAKITAB.com

মাটিতে হাত মারিয়া মাটি ঝাড়িয়া ফেলিয়া অতঃপর হাত মুছিতে হয়। কেননা শরীরে ধূলাবালি মাখাইতে শরীয়ত নিষেধ করিয়াছে। কারণ, ইহাকে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে বিকৃত ও বীভৎস করা হয়। মানুষের আকৃতি পরিবর্তিত হইয়া যায়। সোব্‌হানাল্লাহ্‌, কেমন অনুগ্রহ! তোমার আকৃতিও বিকৃত করিতে চাহেন না। যাহা হউক, সেই লীডার সাহেব প্রথমে তো হাতের উপর মাটিকে পানির ন্যায় ঢালিয়া দিলেন। অতঃপর মুখের ভিতরেও মাটি দিলেন, যেন তিনি মাটি দ্বারা কুল্লি করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। ইহা দেখিয়া উপস্থিত সকলে হাসিয়া উঠিল এবং সকলেই তাঁহার অজ্ঞতা বুঝিতে পারিলেন। এমন হাস্যাস্পদ অবস্থা সৃষ্টি না করিয়া; বরং প্রথমে চুপে চুপে কাহারও নিকট হইতে তাইয়াম্মুমের নিয়ম জানিয়া লওয়াই তো ভাল ছিল। তখন অজ্ঞতা প্রকাশ পাইলে এক জনের নিকট প্রকাশ পাইত। অথবা অপেক্ষা করিয়া অন্যান্য লোকদের তাইয়াম্মুমের প্রণালী দেখিয়াও লইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি নিজেই এজতেহাদ করিয়া কাজ সমাধা করিলেন। ইহাতে সকলেই জানিতে পারিল যে, লোকটি একেবারে জাহেল। এতদসত্ত্বেও তিনি মুসলমানদের নেতা ও লীডার বনিয়াছেন।

আর এক সাহেবের ঘটনা—তিনি সফরের অবস্থায় মাগরেবের নামাযের ইমামতি করিতেছিলেন। দুই রাকাআত পড়িয়াই সালাম ফিরাইয়া দিলেন। মুকতাদিগণ জিজ্ঞাসা করিলঃ "আপনি এরূপ করিলেন কেন?" তিনি বলিলেনঃ "আমি মুসাফির কাজেই 'কছর' পড়িলাম।"

আর এক সাহেব সফরের অবস্থায় মুকিম ইমামের পাছে নামায পড়িতেছিলেন। ইমাম দ্বিতীয় রাকাআত শেষ করিয়া তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়াইতে আরম্ভ করিলে ইনি সালাম ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন। পরে লোকে তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেনঃ "আমি মুসাফির, কাজেই আমি কছর পড়িলাম।"

ফলকথা, আজকাল অনেক লোক এরূপ নামাযীও আছেন যে, বাহিরে নামাযী বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু জানি না—নামাযের মধ্যে কত প্রকারের বিশৃঙ্খলা করিয়া বসেন। প্রত্যেকেই নিজের মতানুযায়ী যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। মাস্‌আলা শিখিয়া লইতে লজ্জা বোধ করে। একমাত্র অহংকারই এ সমস্ত অনর্থের মূল। কোন এক জন মোল্লার নিকট কয়েকটি উর্দু কিতাব পড়িয়া লইলেও এত লজ্জিত হইতে হইত না। এই অভিযোগ কেবল সাধারণ লোকের বিরুদ্ধেই নহে; বরং কিছু সংখ্যক মৌলবীও আছেন যাঁহারা হেকমত বিজ্ঞান নিয়া ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারাও এরূপই করিয়া থাকেন।

।। মৌলবীর পরিচয় ।।

জনৈক মৌলবী সাহেব, যিনি আজকাল বড় বিখ্যাত লীডার হইয়া পড়িয়াছেন। প্রথমে তিনি এক আরবী মাদ্রাসায় চাকুরী করিতেন। দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে তো

www.BANGLAKITAB.com

খুবই বিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে এতই অজ্ঞ ছিলেন যে, সেই চাকুরীর সময়েই তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর মাদ্রাসায় আসিলে দেখা গেল তাঁহার হাতে মেন্দী লাগান রহিয়াছে। মোটকথা, কিছু সংখ্যক মৌলবী জাহেলও হইয়া থাকে; বরং এরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোন কোন জাহেল মৌলবী নামে বিখ্যাত হইয়া পড়ে। কেননা, আসল মৌলবী তাঁহারাই যাঁহারা আল্লাহ্ওয়ালা। আল্লাহ্ওয়ালা লোক কখনও শরীয়ত সম্বন্ধে জাহেল হইতে পারে না। কিন্তু আজকাল আরবীর দুই চারিটি কিতাব পড়িলেই তাহাকে মৌলবী বলা হয়। যদিও সে শুধু হেকমত মান্তিকের এবং সাহিত্যের দুই চারিটি কিতাবই পড়িয়াছে মাত্র। দীনিয়াত সম্বন্ধে একটি সবকও পড়ে নাই। অথচ এই ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে মৌলবীই নহে।

যদি হেকমত, বিজ্ঞান পাঠ করিলেই মানুষ মৌলবী হইয়া যায়, তবে এরিষ্টটল এবং জালিনুস সর্বপেক্ষা বড় মৌলবী হওয়া উচিত। কেননা, ইহারা দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের ইমাম, অথচ তাহাদের একত্ববাদী হওয়া সম্বন্ধেও মতভেদ রহিয়াছে। আর যদি আরবী সাহিত্য পড়িলে আরবী ভাষায় কথাবার্তা বলিতে পারিলে এবং প্রবন্ধ লিখিতে পারিলেই মৌলবী হওয়া যায়, তবে আবু লাহাব এবং আবু জাহাল সবচেয়ে বড় মৌলবী হওয়া উচিত। কেননা, ইহারা আরবী ভাষাবিদ, মার্জিত ভাষী ও সুপণ্ডিত ছিল। অতএব, কেবল মাত্র বিজ্ঞান এবং সাহিত্য পাঠ করিয়া কেহ মৌলবী হইতে পারে না। কিন্তু আজকাল তাহাদিগকেও মৌলবী নামে বিখ্যাত করিয়া দেওয়া হয়। এই রোগটি পূর্বকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

যেমন, মোল্লা মাহ্মুদ জৌনপুরী সেই যুগে বড় আলেম বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। অথচ সে ছিল একজন দার্শনিক মাত্র, শরীয়ত বিদ্যায় তাহার গভীর জ্ঞান ছিল না। কিন্তু বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এমন কি, দিল্লীর বাদশাহ্ তাহাকে আহ্বান করিয়া খুবই সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। বাদশাহের দরবারে পূর্ব হইতেই এক জন সান্নিধ্যপ্রাপ্ত মোল্লা ছিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই ব্যক্তি দরবারে পাত্তা পাইলে আমার চাহিদা হ্রাস পাইবে। অতএব, তিনি এই ফিকিরে ছিলেন যে, কোন সুযোগ বাদশাহের কাছে মোল্লা মাহমুদের অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া দিতে পারিলে উদ্দেশ্য সফল হয়। দুনিয়াদার মৌলবীদের মধ্যে হিংসা প্রভৃতি রোগ বিরাজমান থাকে। যাহা হউক, এক দিন একটি জানাযা উপস্থিত হইলে সকলে মোল্লাকে জানাযার নামায পড়াইতে বলিল। তিনি মোল্লা মাহ্মুদকে বলিলেন: "আপনি থাকিতে আমি নামায পড়াইতে পারি না, আপনিই পড়াইয়া দিন। মোল্লা মাহ্মুদ অস্বীকার করিলেন, কিন্তু বারবার বলায় বাধ্য হইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। উক্ত মোল্লা তাঁহার কানে কানে বলিয়া দিল, জনতা অধিক, কেরাআত একটু উচ্চৈঃস্বরে পড়িবেন। তিনি "আল্লাহু আকবার" বলিয়াই উচ্চ রবে আল্হাম্দুলিল্লাহ্ পড়িতে

www.BANGLAKITAB.com

লাগিলেন। মুকতাদীরা সকলেই নামায ছাড়িয়া দিয়া হট্টগোল করিতে লাগিল। এই গণ্ডমূর্খ কোথা হইতে আসিয়াছে? জানাযার নামাযও পড়াইতে জানে না। মোটকথা, তাহাকে পাছে হটাইয়া দেওয়া হইল, এইরূপে সকলের মধ্যে তাহার মূর্খতা ছড়াইয়া পড়িল। যাহা হউক, আমি বলিতেছিলাম, কোন বেনামাযী যদি নামাযীদের মধ্যে আটক পড়িয়া যায়, তবে তাহার নামাযের নিয়ত করা উচিত নহে। কেননা, বেওযূতে নামায পড়িলে কাফের হইতে হয়।

।। বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়া ।।

এইরূপে ফেকাহ্‌ শাস্ত্রের আলেমগণ বলিয়াছেন: বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়িয়া হারাম মাল আদান-প্রদান করা বা ভক্ষণ করা কুফরী কাজ। এই প্রসঙ্গে আমার একটি মজার গল্প মনে পড়িল, জনৈক নাস্তিক তফ্‌সীরকার একটি তফ্‌সীরের কিতাব লিখিলেন, উক্ত কিতাবটি তাহাদের সম্প্রদায়ে খুব বিখ্যাত। কিন্তু আল্লাহ্‌র বান্দা উক্ত কিতাবের সূচনায় বিস্‌মিল্লাহ্‌ পর্যন্ত লেখে নাই। কেবল যেখান হইতে কোরআন আরম্ভ হইয়াছে, সেখানে "বিস্‌মিল্লাহ্‌" লিখা হইয়াছে। তফ্‌সীরকারের ভূমিকার মধ্যে 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' থাকে না। একথার জবাবে 'আল্‌বোরহান' পত্রিকার সম্পাদক খুব সুন্দর একটি কথা লিখিয়াছেন। তিনি কৌতুক কথার মত ইহার একটি চমৎকার কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, আমাদের বন্ধুগণ প্রকৃতিবাদী। এই তাফ্‌সীর লেখকের ভূমিকা "বিস্‌মিল্লাহ্‌" ব্যতীত আরম্ভ করার বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করা হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন: ইয়োরোপীয় নাস্তিকদের নীতি অনুসরণই ইহার কারণ। কেহ বলিয়াছেন, মুসলমানদের বিরোধিতাই ইহার কারণ। কিন্তু আমি বলি, এই দুইটি কারণ হওয়া বিচিত্র নহে, তবে এতদসঙ্গে তৃতীয় একটি কারণ ইহাও আছে যে, তফসীরকার প্রথমেই জানিতেন, "এই কিতাবে আমি যাহাকিছু লিখিব সবই শরীয়তবিরোধী হইবে এবং হারাম কাজের প্রথমে বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলা কুফরী। কাজেই তফসীরকার নিজের ঈমান রক্ষার জন্য ভূমিকায় বিস্‌মিল্লাহ্‌ লিখেন নাই। খুব মজার কথা, যদিচ তফসীরকার নিজেও ইহা কল্পনা করিতে পারেন নাই।

ফলকথা, হারাম মাল খাওয়া ও হারাম মাল দান করার বেলায় "বিস্‌মিল্লাহ্‌" পড়িতে এবং সওয়াবের আশা অরিতে শরীয়ত নিষেধ করিয়াছে। এই মাস্‌আলাটি শ্রবণ করিয়া কেহ কেহ হয়ত ঘাব্‌ড়াইয়া গিয়াছেন। মনে করিবেন, আমাদের অধিকাংশ মালই তো সন্দেহজনক হইয়া থাকে। উহা লেনদেন করিতে বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলিয়া যদি কাফের হইতে হয়, তবে সকলে বে-ঈমানই হইয়া পড়িবে দেখিতেছি। আমি বলিতেছি, আপনারা চিন্তিত হইবেন না। এই মাস্‌আলাটির উদ্দেশ্য এই যে, যে মাল নিশ্চিতরূপে হারাম উহাতে বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলা নিষিদ্ধ। যেমন,

www.BANGLAKITAB.com

কেহ যদি ঘুষের টাকা গ্রহণের সময় বিস্‌মিল্লাহ্ বলে, সে ব্যক্তি নির্ঘাত কাফের হইয়া যাইবে। তবে যে মালে হারাম এবং হালাল উভয়ই মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে এবং হালাল অধিক উহা নিশ্চয়ই হারাম নহে; বরং সন্দেহযুক্ত। ইহাতে বিস্‌মিল্লাহ্ বলা হারাম নহে। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, বিস্‌মিল্লাহ্ বলিলেই উহার সন্দিগ্ধতা ও ঘৃণেয়তা দুরীভূত হইবে না। যেমন, কোন কোন মূর্খলোক এরূপ মনে করিয়া থাকে। এইরূপে কেহ কেহ এরূপ মনে করে যে, ঘুষ কিংবা সুদের মাল হইতে কিয়দংশ খয়রাত করিয়া দিলে অবশিষ্ট মাল হালাল হইয়া যায়। ইহাও সম্পূর্ণ ভুল। আমি এই মাত্র বলিয়াছি, হারাম মাল দান-খয়রাত করাতে কাফের হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। ফলকথা, কোন হারাম কাজ কোন নিয়তের দ্বারা কিংবা বিস্‌মিল্লাহ্ বলার ফলে জায়েয হইয়া যায় না; বরং এই জাতীয় কাজে খোদার নাম লইলে ঈমান বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে। কেননা, ইহাতে খোদার নামের অপমান করা হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি পায়খানায় যাওয়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ বলিল. ফকীহ্‌গণ বলিয়াছেন, ইহাতে কাফের হইয়া যাইবে। আর হাদীসে যে আসিয়াছে, "পায়খানায় যাওয়াকালে বিস্‌মিল্লাহ্ বলিও।" ইহার উদ্দেশ্য এই যে, পায়খানায় সীমার বাহিরে থাকিতে বিস্‌মিল্লাহ্ বলিও। এই অর্থ নহে যে, ভিতরে প্রবেশ করিয়া বসিবার সময় বল। খুব স্মরণ রাখিবেন। আর ইহাতে হেকমত এই যে,হাদীসে বর্ণিত আছে, পায়খানার স্থানে নিকৃষ্ট প্রকৃতির শয়তানসমূহ থাকে। মানুষ উলঙ্গ হইলে সে তাহাদের গুপ্তস্থান দেখে। এই কারণে হুযুর (দঃ) স্বীয় উম্মতদের গুপ্তাঙ্গ শয়তানদের দৃষ্টি হইতে আবৃত রাখার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, পায়খানায় যাওয়ার প্রাক্কালে بِسْمِ اللّٰهِ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ "আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি,আর অপবিত্রতা ও অপবিত্র শয়তানদের দৃষ্টি হইতে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় লইতেছি।" পড়িয়া লইবে। অতঃপর উহারা তোমার গুপ্তস্থান দেখিতেও পারিবে না এবং তোমাকে কোনরূপ কষ্টও দিতে পারিবে না।

এই কথাগুলি ওযূ ভিন্ন নামায পড়া এবং নিয়ত ছাড়া নামায পড়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছে। তৎপূর্বে আসল বক্তব্য বিষয় ছিল, যে লাভে আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি রহিয়াছে, তাহা লাভই নহে। দেখুন, কোন আশেকের নিকট যদি স্বর্ণ-রৌপ্য পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু মা'শুক তাহা দেখিতে না পায়, তবে আশেক কি উহাকে লাভের বস্তু বলিয়া মনে করিবে? লাভের জিনিস উহাকে বলিতে হইবে যাহা মা'শুকের বা প্রিয়জনের পছন্দনীয় হয়। কবি বলেন:

چوں در چشم شاہد نیاید زرت + زر و خاک یکساں نماید برت

"তোমার স্বর্ণ-রৌপ্য (প্রিয়জনের) দৃষ্টিগোচর না হইলে, তোমার স্বর্ণ এবং মাটি সম পর্যায়ভুক্ত দেখাইবে।"

www.BANGLAKITAB.com

।। লাভজনক বস্তু ।।

এইরূপে মুসলমানদের জন্য লাভের বস্তু উহাই যাহাতে খোদা সন্তুষ্ট। আর যে বস্তুতে খোদা সন্তুষ্ট না হন। তাহা লাভের বস্তু নহে। তোমার কাছে যদি রাজত্ব থাকে খোদা তাহাতে সন্তুষ্ট না হন, তবে উহা কিছুই নহে। তোমরা খোদাকে সন্তুষ্ট রাখ, তাঁহার বিধানসমূহের অনুসরণ কর। তোমার রাজত্ব থাকুক কিংবা না থাকুক, আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ করিতে যাইয়া ইহজগতে যদি তোমার ভাগ্যে রাজত্ব নাও জোটে, তবে পরজগতের রাজত্ব তোমারই হইবে। তাহা এত দৃঢ় ও শক্তিশালী হইবে যে, তোমার কোন শত্রু তাহা তোমা হইতে ছিনাইয়া নিতে পারিবে না। তবে হাঁ, যদি খোদাকে রাযী রাখিয়া তুমি দুনিয়ার মঙ্গলও লাভ কর,তবে উহা খোদার নেয়ামত। এইরূপে আভ্যন্তরীণ অবস্থা যদি কোন যেকেরকারী লাভ করিতে না পারে, কিন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ হয়, তবে সে লাভের মধ্যেই আছে বলিতে হইবে। আর যদি কোন যেকেরকারী কিয়ৎপরিমাণ কাইফিয়ৎ ও হাল প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাহার কার্যকলাপ আল্লাহ্‌র মরযীর বিপরীত হয়, তবে তাহার এই অবস্থা ও হালের কোনই মূল্য নাই।

[আল্লাহ্‌র রাস্তায় চলার পথে ছালেকের অন্তরে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে বিভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি হয়। যেমন, ছবর, শোক্‌র, ভয়, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি। এই প্রাথমিক অবস্থাকে 'কাইফিয়ৎ' বলা হয়। অবশ্য এই অবস্থার পরিবর্তন হইয়া থাকে। ইহাদের যে কোনটি যখন অন্তরে স্থায়ী এবং বদ্ধমূল হয়, তখন ইহাকে বলে "হাল" বা স্থায়ী ভাব। —অনুবাদক]

হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ্ আহ্‌রার বলিয়াছেন :

بر آب روی خسے باشی - بر هوا پری مگسے باشی - دل بدست آرکه کسے باشی

এই উক্তিটি পদ্য নহে; বরং গদ্য। ইহার অর্থ এই যে, তুমি কামালিয়াৎ হাছিল করিয়া হাওয়ায় উড়িবার ক্ষমতা লাভ করিলে এমন কি বাহাদুরী হইল? একটি মাছির সমান হইলে মাত্র। কেননা, মাছিও হাওয়ায় উড়িতে পারে। আর যদি পানির উপর দিয়া হাঁটিবার ক্ষমতা লাভ করিলে, তবে একটি তৃণ বা কুটার সমান হইলে, সুতরাং এ সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতা কোন গুণের মধ্যে গণ্য নহে, এখন গুণের মধ্যে শুধু রহিল এতটুকু دل بدست آرکه کسے باشی উহার সার মর্ম এই যে মাহ্‌বুবকে সন্তুষ্ট কর, তখন তুমি মানুষে পরিণত হইবে।

এই স্থান হইতে তরীকত-পন্থীদের বুঝা উচিত, যে সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতা ও অবস্থার জন্য তাহারা পাগল, তাহা কোন বস্তুই নহে; বরং তরীকতের আসল উদ্দেশ্য মাহ্‌বুবকে সন্তুষ্ট করা, আল্লাহ্ তা'তালার সন্তোষ লাভ করিতে পারিলে কাশ্‌ফ এবং কারামত হাছিল না হইলেও কোন ক্ষতি নাই। আর তাঁহার সন্তোষ

www.BANGLAKITAB.com

লাভ করিতে না পারিলে হাজার কাশ্‌ফ এবং কারামতেও কোন ফল নাই। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মানিয়া চলাই তাঁহার সন্তোষ লাভ করার একমাত্র পথ। সুতরাং আল্লাহ্‌র বিধান মান্য করাকেই আসল উদ্দেশ্য মনে কর। এই কারণেই 'হাল' বা কাইফিয়ত লাভ করার চেষ্টা অপেক্ষা শরীয়ত অনুযায়ী আমল করিয়া আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ করার প্রতিই আমি অধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়া থাকি। যেকেরকারীর উপর কোন 'হাল' বা কাইফিয়তের আবির্ভাব হইল কি না সেদিকে আমি আদৌ লক্ষ্য করি না; বরং সে যথারীতি শরীয়ত অনুযায়ী আমল করার প্রতি গুরুত্ব দেয় কি না সেদিকেই আমার লক্ষ্য অধিক। সার কথা এই যে, যাহেরীই হউক বা বাতেনীই হউক কোন প্রকারের 'হাল' বা কাইফিয়ত লাভ করা তরীকতের উদ্দেশ্য নহে; বরং তরীকতের আসল উদ্দেশ্য হইল, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ লাভ করা। সুতরাং শুধু ইহারই জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য।

॥ তন্ত্র-মন্ত্র এবং ওযীফা আমল করা ॥

যাদু ও তন্ত্র-মন্ত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে আমি বলিতেছিলাম, উপকার বা হিত সাধনের উদ্দেশ্যে করিলেই হারাম কাজ জায়েয হইয়া যায় না। অতএব, নিয়ত যতই ভাল হউক না কেন শয়তানী যাদু-মন্ত্রের আমল তো মূলের দিক দিয়াই গুনাহের কাজ। কোনরূপেই এবং কোন উদ্দেশ্যেই উহা জায়েয হইতে পারে না।

আবার কোরআন শরীফের আয়াত প্রভৃতি শরীয়ত সম্মত উচ্চাঙ্গের আমলও সকল অবস্থায়ই জায়েয নহে। যদি কেহ তদ্রূপ উচ্চাঙ্গের ওযীফা আমল করিতে ইচ্ছা করে, তবে প্রথমে দেখিতে হইবে তাহার উদ্দেশ্য কি? কোন বেকার ব্যক্তি হালাল চাকুরী লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ মুক্ত হওয়ার নিয়তে অর্থাৎ, কোন হালাল কার্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে উক্ত ওযীফা আমল করিলে জায়েয হইবে। কিন্তু কোন বেগানা স্ত্রী লোককে বশ করিবার উদ্দেশ্যে ওযীফা আমল করা হারাম। বিবাহ ব্যতীত রক্ষিতার ন্যায় বশ করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে তো হারাম হইবেই। বিবাহ করার উদ্দেশ্যে বশ করাও হারাম। কেননা, ঐ স্ত্রী লোকটিকে বিবাহ করা তাহার জন্য ওয়াজেব নহে। তবে যদি কাহারও বিবাহিতা স্ত্রী অবাধ্য হইয়া পড়ে—তাহাকে বশ করিবার উদ্দেশ্যে 'ওযীফা' আমল করা জায়েয হইবে। এইরূপে কোন স্ত্রী-লোকের স্বামী অত্যাচারী হইলেও তাহাকে বশ করার জন্য 'আমল' করা জায়েয। কিন্তু এই মাস্‌আলাটির কোন কোন অবস্থা খুবই সূক্ষ্ম। কেহ কেহ সকল অবস্থায়ই অত্যাচারী স্বামীকে বশ করার জন্য আমল করা জায়েয মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ কোন কোন অবস্থাকে হারাম বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, কোন স্ত্রীলোক তাহার স্বামীকে বশ করিবার নিমিত্ত ওযীফা আমল করিতে চাহিলে উহার বিবরণ

www.BANGLAKITAB.com

এইরূপ—স্বামী যদি স্ত্রীর হক আদায়ে ত্রুটি করে' তবে ঐ হক হাছিল করিবার জন্য ওযীফা আমল করায় দোষ নাই। কিন্তু হক্ আদায় করিলে শুধু স্বামীকে নিজের প্রতি প্রেমোন্মত্ত ও আসক্ত করার উদ্দেশ্যে ওযীফা আমল করা জায়েয নহে। এইরূপে কোন আমীর লোককে কেবল এই উদ্দেশ্যে বশ করার জন্য আমল করা জায়েয নহে যে, তিনি আমাকে শ' পঞ্চাশ টাকা দান করিবেন, কিন্তু যদি কোন আমীর লোকের নিকট আমি পঞ্চাশ টাকা পাওনা থাকি অথচ তিনি তাহা দেই-দিচ্ছি করিয়া দিতেছেন না। এমতাবস্থায় যদি আমি এই উদ্দেশ্যে ওযীফা পড়িতে থাকি যে, তিনি বশীভূত হইয়া আমার প্রাপ্য ঋণ পরিশোধ করিবেন, তবে তাহা জায়েয হইবে। কিন্তু শুধু এই উদ্দেশ্যে ওযীফা পাঠ করা যেন আমীর লোকটি আমার বশ হইয়া পড়েন এবং যখনই আমার সহিত সাক্ষাৎ হয় আমাকে পঞ্চাশ টাকা দান করেন। এরূপ ওযীফা পাঠ সম্পূর্ণ হারাম। এই উদ্দেশ্যে আমলই পাঠ করা হউক কিংবা আত্মিক ক্ষমতা প্রয়োগে বশ করা হউক উভয় প্রকারের বশীকরণই হারাম, কিন্তু মানুষ সাধারণতঃ ইহাকে হারাম মনে করে না; বরং ইহাকে পীরের কারামত বা গুণ মনে করে এবং বলিয়া বেড়ায় যে, আমার পীর ছাহেব একটি দালান নির্মাণ করাইতেছিলেন। তাহাতে তিনি হাজার টাকার মুখাপেক্ষী হইয়া পড়েন। ইতিমধ্যে একজন ধনী লোক হুযূরের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাহার উপর সামান্য পরিমাণ আত্মিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। লোকটি তৎক্ষণাৎ হুযূরের হাতে একখানি হাজার টাকার নোট প্রদান করিল। "বড়ই মোহিনী শক্তির অধিকারী বটেন।" স্মরণ রাখিবেন, মোহিনী শক্তির প্রভাবে মোহিত করিয়া যে পীর কাহারও নিকট হইতে টাকা আদায় করে, সে দস্যু, সে ডাকাত। মোহিনী শক্তি প্রয়োগে কাহারও নিকট হইতে টাকা আদায় করা, ভীতি প্রদর্শন ও ধমক প্রদানে কাড়িয়া লওয়ারই শামিল। কেননা, কাহারও উপর মোহিনী শক্তি প্রয়োগ করিলে সে ব্যক্তি মোহিত এবং অভিভূত হইয়া পড়ে। কাণ্ডজ্ঞান বলিতে কিছু থাকে না। একমাত্র মোহিনী শক্তির প্রভাবেই সে টাকা পকেট হইতে বাহির করিয়া দেয়, আন্তরিক সন্তোষের সহিত দান করে না। বস্তুতঃ সন্তুষ্ট চিত্তে দান করা ব্যতীত কোন মুসলমানের ধন-মাল গ্রহণ করা জায়েয নহে।

।। মোহিনী শক্তি ও মেস্‌মেরিযমের স্বরূপ ।।

এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত, মোহিনী শক্তি প্রয়োগ এবং মেসমেরিযম্ মূলতঃ একই বস্তু, শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, যদি কোন বুযুর্গ লোক স্বীয় আত্মিক ক্ষমতা প্রয়োগে কার্য উদ্ধার করেন, তবে উহাকে "তাওয়াজ্জুহ্" বলা হয়, আর যদি কোন ভবঘুরে লোক আত্মিক শক্তি প্রয়োগে কার্যোদ্ধার করে, তবে উহাকে মেস্‌মেরিযম্

www.BANGLAKITAB.com

বলা হয়। কিন্তু মূল উভয়েরই এক। কেননা, উভয় ক্ষেত্রেই আত্মিক শক্তি এবং কল্পনা শক্তি প্রয়োগ করা হয়। কেহ কেহ বুযুর্গদের 'তাওয়াজ্জুহ'কে তাঁহাদের প্রধান কামালিয়ৎ মনে করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা কিছুই নহে। একজন মহাপাপী এবং ঘোর পাতকী ব্যক্তিও আত্মিক শক্তি প্রয়োগে উহার ক্রিয়া প্রদর্শন করিতে পারে। শুধু অভ্যাসের উপরই নির্ভর করে। কোন কোন মানুষ অভ্যাস এবং সাধনা ছাড়াই আত্মিক শক্তি প্রয়োগের জন্মগত ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে। ইহাতে কামালিয়তের কিছুই নাই। একজন বিধর্মী কাফের যে কাজ করিতে সক্ষম সে কাজে মুসলমান লোকের কামালিয়ৎ প্রকাশ পাইবে কেমন করিয়া? এই তত্ত্ব কথা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছে এমন একজন লোকই জীবনে আমি দেখিতে পাইয়াছি।

শাহ্জাহানপুরে একজন লোক ছিলেন। তিনি 'সেমা' (সঙ্গীত) ভালবাসিতেন। বড়ই খাঁটি লোক ছিলেন। তাঁহার আকীদাও ছিল ভাল, ত্রুটি বলিতে শুধু এটুকুই ছিল যে, সঙ্গীত ভালবাসিতেন। কিন্তু সঙ্গীত তাঁহার পেশা ছিল না। আল্লাহ্-ওয়ালা লোক ছিলেন। একবার তিনি আমাকে পত্র লিখিলেন, "আমার একজন শত্রু আমাকে বড়ই বিরক্ত করিত। এক দিন হঠাৎ আমি তাহাকে বদ-দোআ করিয়া ফেলিলাম—"ইয়া আল্লাহ্! এই লোকটিকে হালাক করিয়া দাও!" তৎক্ষণাৎ লোকটি হালাক হইয়া গেল।" কবি সত্যই বলিয়াছেন:

بس تجربه کردیم درین دیر مکافات + بادرد کشان هر که در افتاد بر افتاد

"সত্যই প্রতিশোধের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি। দরবেশদের সহিত শত্রুতায় যাহারা লিপ্ত হইয়াছে তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।" বস্তুতঃ আল্লাহ্ওয়ালাগণের মনে দুঃখ দেওয়া মহাবিপদের কারণ। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশোধ গ্রহণে স্পৃহা এক দিন তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। যেমন হাদীসে কুদসীতেও আল্লাহ্ বলিয়াছেন:

مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ

"আমার ওলীর সহিত যে ব্যক্তি শত্রুতা পোষণ করে, আমার পক্ষ হইতে আমি তাহার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করি।" এখন বুঝিতেই পারেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা যাহার সম্বন্ধে এমন চরম ঘোষণা দান করেন তাহার পরিণতি কোথায়?

মাওলানা রূমী বলেন:

از خدا جوئیم توفیق ادب + بے ادب محروم ماند از فضل رب
بےادب تنها نه خود را داشت بد + بلکه آتش در همه آفاق زد
چون خدا خواهد که پرده کس درد + میلش اندر طعنهٔ پاکان برد

"আল্লাহ্‌র দরবারে আদবের 'তাওফীক' প্রার্থনা করিতেছি, বে-আদব আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত। বে-আদব কেবল নিজের সর্বনাশই করে না;

www.BANGLAKITAB.com

বরং সমগ্র দিক-দিগন্তে আগুন লাগাইয়া দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা কোন ব্যক্তিকে অপদস্ত ও পর্যুদস্ত করিতে চাহিলে আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের তিরস্কার ও শত্রুতার প্রতি তাহার ঝোঁক চাপাইয়া দেয়।"

যাহা হউক, বুযুর্গ লোক আমাকে লিখিলেন, "আমি বদ-দোআ করিবার পর লোকটি মরিয়া গেল।" আমি বলিতেছি অন্য কাহারও এরূপ ঘটনা ঘটিলে, সে মুরিদগণের সম্মুখে বাহাদুরি দেখাইত—"দেখ আমার বদ-দোআর ফলে লোকটি হালাক হইয়া গেল। আমার বদ-দোআ কখনও ব্যর্থ হইতে পারে কি?" কিন্তু উক্ত বুযুর্গ লোকের অন্তরে এরূপ বাহাদুরীর পরিবর্তে এমন অবস্থা উৎপন্ন হইয়াছিল যে, তিনি আমাকে লিখিলেন, আমি আশঙ্কা করিতেছি পাছে আমি খুনের অপরাধে অভিযুক্ত না হই। সোবহানাল্লাহ্! মনে খোদার ভয় থাকিলে অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে। সেই চিঠিখানি পাঠ করিয়া আমি ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িলাম এবং এই প্রশ্নটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমার হৃদয় প্রশ্নকারীর প্রতি শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কেননা, আমার জীবনে এই শ্রেণীর প্রশ্ন আমাকে কেহ করে নাই, প্রশ্নও আবার এমন বিষয়ে যাহা বাহ্যদৃষ্টিতে কারামতের সমপর্যায়ে মনে হইত।

তাঁহাকে আমি জবাবে লিখিলাম: "আপনার প্রশ্ন বাস্তবিক পক্ষে ঠিক ও প্রকৃত, কিন্তু বিষয়টি তফ্‌সীল সাপেক্ষ। বদ-দোআ করিবার কালে বদ-দোআকারীর মনে দ্বিবিধ অবস্থা বিরাজমান থাকিতে পারে। একটি অবস্থা এই যে, শুধু আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কোন শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য কেবল মোটামুটি বা ভাষাভাষা প্রার্থনা জ্ঞাপন করা এবং তৎকালে নিজের মনের মধ্যে শত্রুকে হত্যা করার কোন আকাঙ্ক্ষা বা কল্পনা উদয় না করা। এমতাবস্থায় বদ-দোআর ফলে লোকটি মরিয়া গেলে বদ-দোআকারী খুনী বলিয়া গণ্য হইবে না। কারণ, লোকটির মৃত্যুতে বদ-দোআকারীর বদ-দোআর কোন হাত নাই। বদ-দোআকারী কেবল আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করিয়াছিল মাত্র। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ইচ্ছাক্রমে তাহাকে হালাক করিয়াছেন। তদুপরি মৃত ব্যক্তি বদ-দোআর পাত্র হইয়া থাকিলে বদ-দোআকারীর কোন পাপও হইবে না। তবে লোকটি বদ-দোআ পাওয়ার উপযোগী না হইয়া থাকিলে বদ-দোআকারী খুনের পাপে পাপী হইবে না বটে, কিন্তু অযথা বদ-দোআ করার পাপে অবশ্যই পাপী হইবে। এজন্য বদ-দোআকারীকে নিশ্চয়ই ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করিতে হইবে। অপর অবস্থাটি এই যে, খোদা তাআলার দরবারে প্রার্থনা করার সাথে সাথে নিজের অন্তরকেও শত্রুর ধ্বংসের প্রতি নিবিষ্ট করা এবং তাহাতে নিজের আত্মিক শক্তিও প্রয়োগ করা। এমতাবস্থায় বদ-দোআকারী যদি পূর্ব-অভিজ্ঞতা হইতে স্থির নিশ্চিত থাকে যে, তাহার বদ-দোআ বা আত্মিক শক্তি প্রয়োগ ফলপ্রদ নহে। যেমন কয়েকবার সে আত্মিক শক্তি প্রয়োগ ও বদ-দোআ করিয়া দেখিতে পাইয়াছে

www.BANGLAKITAB.com

যে, কোন ফল হয় নাই। এমতাবস্থায়ও বদ-দোআকারী খুনের পাপে পাপী হইবে না। অবশ্য মৃত লোকটি শরীয়ত অনুযায়ী কতলের যোগ্য না হইলে তাহাকে হালাক করার উদ্দেশ্যে বদ-দোআকারী খুন করিতে চাওয়ার পাপে পাপী হইবে, আর যদি তাহার বদ-দোআ বা আত্মিক শক্তি প্রয়োগ ফলপ্রদ হয় বলিয়া পূর্ব হইতে তাহার অভিজ্ঞতা থাকে, তবে তাহার বদ-দোআয় কেহ মরিলে, বদ-দোআকারী খুনী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। কেননা, তরবারির আঘাতে হত্যা করা আর আত্মিক শক্তি প্রয়োগে হত্যা করা সমান কথা, প্রভেদ কেবল এইটুকু যে, তরবারির হত্যা ইচ্ছাকৃত হত্যা, (قتل عمد) আর মোহমন্ত্রের প্রভাবে হত্যা উহার অনুরূপ হত্যা (شبه عمد)।

এখন দেখিতে হইবে যাহাকে আত্মিক শক্তি প্রয়োগে হত্যা করা হইয়াছে শরীয়ত অনুযায়ী সে ব্যক্তি হত্যার উপযোগী ছিল কি না। উপযোগী হইয়া থাকিলে তাহার উপর আত্মিক শক্তি প্রয়োগকারী অবশ্য হত্যাকারী বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু হত্যার পাপে পাপী হইবে না। কেননা,সে আত্মিক শক্তি যথাস্থানে প্রয়োগ করিয়াছে। আর মৃত লোকটি হত্যার উপযোগী না হইয়া থাকিলে মোহিনী শক্তি প্রয়োগকারী অবশ্য হত্যার পাপে পাপী হইবে। এমতাবস্থায় তাহার শাস্তি এই যে, তাহাকে হত্যার মূল্য তো দিতে হইবেই তদুপরি একটি গোলামও আযাদ করিতে হইবে। তদভাবে দুই মাস উপর্যোপরি রোযা রাখিতে হইবে এবং তওবা ও এস্তেগ্‌ফার করিতে হইবে। ইহাতে আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আত্মিক শক্তি প্রয়োগের প্রকৃত স্বরূপ কি।

স্মরণ রাখিবেন, আত্মিক শক্তি প্রয়োগে কাহাকেও হত্যা করা কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত করা সকল অবস্থায় জায়েয নহে ; বরং উহার বিস্তারিত বিধান তাহাই যাহা এই মাত্র বর্ণনা করিলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আজকাল ইহাকে কামালিয়ৎ মনে করা হয়। কেহই লক্ষ্য করিয়া দেখে না যে, কোন কোন সময় ইহাতে গুনাহ্‌ও হয়। মানুষ মনে করে—"আমি তো শুধু মনোনিবেশ (তাওয়াজ্জুহ্) করিয়াছিলাম, আমি হত্যা করিলাম কোথায় ?" খুব বুঝিয়া লও, আত্মিক শক্তি প্রয়োগে হত্যা করা এবং তরবারি দ্বারা হত্যা করা সমপর্যায়ভুক্ত। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে আত্মিক শক্তি প্রয়োগ না করা উচিত। কেহ যদি আত্মিক শক্তি প্রয়োগে অভ্যস্ত নাও হয়,তাহার পক্ষেও এরূপ ক্ষেত্রে আত্মিক শক্তি প্রয়োগের সাহায্যে কার্য সিদ্ধির প্রয়াস পাওয়া উচিত নহে। কেননা, জন্মগত ভাবে কাহারও কাহারও আত্মিক শক্তি কার্যকরী হইয়া থাকে, যদিও সে উহা অবগত নহে। অতএব, এমনও হইতে পারে যে, আপনি নিজেকে কার্যকরী আত্মিক শক্তির অধিকারী বলিয়া মনে করেন না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি আত্মিক শক্তির অধিকারী। এমতাবস্থায় যদি আপনি কাহাকেও ক্ষতি করার ইচ্ছা করিলেন অথচ সে উহার উপযোগী নহে এবং তাহার ক্ষতি হইয়াও গেল, তবে আপনি অবশ্যই পাপী হইবেন। তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে হত্যা করার বিধানও ইহাই বটে।

www.BANGLAKITAB.com

যেমন, কাঁচা ইট দ্বারা এক প্রকারের আমল করা হয়। যাহাকে হালাক করা উদ্দেশ্য তাহার জন্য একটি কাঁচা ইটের উপর আমল পড়া হয়। অতঃপর উহাকে কাফন ইত্যাদি পরাইয়া, উহার উপর জানাযার নামায পড়িয়া প্রবহমান নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। পানির স্রোতে যতই ইটটি গলিতে থাকে ততই যাদুকৃত ব্যক্তি ক্ষয় পাইতে আরম্ভ করে। এমন কি, ইটটি গলিয়া যখন শেষ হইয়া যায়, তখন যাদুকৃত লোকটিও গলিয়া গলিয়া অবশেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহা বড় জঘণ্য আমল।

সুতরাং ভালরূপে বুঝিয়া লও যে, যদি সে ব্যক্তি কতলের উপযোগী না হয়, তবে নিশ্চয়ই তুমি হত্যার পাপী হইবে। কেহ কেহ বলে, আমি তো কোরআনের দ্বারা হত্যা করিয়াছি তবে পাপ হইবে কেন? আমি বলি, যদি একখানা ভারী কোরআন শরীফ কাহারও মাথায় এমন জোরে নিক্ষেপ কর যে, তাহার মাথা ফাটিয়া মরিয়া যায়, তবে কি তোমার পাপ হইবে না? নিশ্চয় হইবে।

॥ কোরআন হাদীসে অনুরূপ আমলের সীমা ॥

কোরআন হাদীস দ্বারা আমল করার মধ্যে প্রধান লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, যে উদ্দেশ্যে আমল করা হয় তাহা জায়েয কি না। দ্বিতীয়তঃ, আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আমলের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি ভাল অর্থবোধক কি না। যদি কোরআন হাদীস অনুরূপ আমলের শব্দগুলি মন্দও না হয় ভালও না হয়, তথাপি তাহা জায়েয নহে। কোন কোন আমলকারী মোয়াক্কেলদের বিচিত্র বিচিত্র নাম বানাইয়া লইয়াছে। 'কিলকাঈল' 'দিরদাঈল' এবং এই ওযনে আরও বহু নাম। গযব এই যে, উক্ত আবিষ্কৃত শব্দগুলিকে আবার 'সূরা-ফীলের' আয়াতগুলির ফাঁকে ফাঁকে ঢুকাইয়া দিয়াছে—

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ يَاكِلْكَا ئِيْلُ اَلَمْ يَجْعَلْ

كَيْدَ هُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ يَا دِرْدَا ئِيْلُ *

এইরূপে অনুমান করিয়া লউন। ইহা নিতান্ত বাজে, প্রথমতঃ, নামগুলি উদ্ভট। জানি না 'কিলকাঈল' ইহারা কোথা হইতে আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে। ইহারা এসমস্ত আমল অভ্যাস করিতে দিবা-রাত্র কিল্‌কিল্‌ই করিতে থাকে। আবার এই সমস্ত নামকে কোরআনের মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া আরও বিচিত্র। জানি না, ইহারা এ সমস্ত মোয়াক্কেল কোথা হইতে স্থির করিয়া লইল। এ সমস্ত ইহাদের উদ্ভট কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নহে। মনে হয়, এ সমস্ত নামকে উদ্দেশ্য করিয়াই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

www.BANGLAKITAB.com

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ *

"উহা শুধু কতকগুলি নাম যাহা তোমার এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণ নিজেদের মনগড়া আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা এই সমুদয়ের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নাযিল করেন নাই।"

মোয়াক্কেল শব্দ লক্ষ্য করিয়া একটি মজার কাহিনী আমার মনে পড়িয়াছে। জনৈক উকিল সাহেব নিজ গৃহে মায়ের নিকট বসিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে বাহির হইতে এক ব্যক্তি তাঁহাকে ডাক দিল। উকিল সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন: "কে?" সে ব্যক্তি ছিল একজন গ্রাম্য লোক, সে নিজের এক মোকদ্দমায় এই উকিল সাহেবকে উকিল নিযুক্ত করিয়াছিল। সে বলিল: "জী হাঁ, আমি আপনার মোয়াক্কেল।" উকিল সাহেব ঘরের বাহিরে যাইতেছিলেন। তৎক্ষণাৎ মা তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "কোথায় যাও? এটা যে মোয়াক্কেল, তোমাকে মারিয়া ফেলিবে।" উকিল সাহেব তাঁহাকে বুঝাইলেন, "ইহা আমলিয়তের মোয়াক্কেল নহে; বরং এই ব্যক্তি তাহার মোকদ্দমা চালাইবার জন্য আমাকে উকিল নিযুক্ত করিয়াছেন, উকিল নিযুক্তকারীকেও মোয়াক্কেল বলা হয়। মোটকথা, অনেক অনুরোধের পর মা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং বলিলেন, "যাও, খোদা হাফেজ।" এইরূপে বিচ্ছু-দংশনের একটি আমল আছে,—

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْ

পর্যন্ত পড়িয়া পানি পান করে। পরে حَرْ বলিয়া দষ্টস্থানে ফু দেয়। জানি না, এই অভিনব নিয়ম কোথা হইতে আবিষ্কৃত হইল। শৈশবে এইসব আমল আমিও লিখিয়া লইয়াছিলাম, কিন্তু আমল কার্যকরী করার সুযোগ কখনও ঘটে নাই। শুধু এই বিচ্ছুর আমলটি জীবনে এক আধবার ভুলে চুকে হয়ত করিয়া থাকিব। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

অতএব, এবথার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য থাকিতে হইবে কোরআন হাদীসে অনুরূপ আমলিয়তের শব্দগুলি যেন উত্তম হয়, কোরআনের শব্দকে কখনও যেন বিকৃত করা না হয়। আমলিয়তের মধ্যে আরও একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, যে আমল দুনিয়ার হিতের জন্য করা হয়, তাহাতে কোন সওয়াব নাই ঐসমস্ত আমলে সওয়াবের বিশ্বাস রাখা বেদআত। কাজেই এই শ্রেণীর আমল মসজিদে বসিয়া পড়াও উচিত নহে এবং এই জাতীয় তাবীয-তুমার মসজিদে বসিয়া লেখাও উচিত নহে। কেননা, তাবীয লিখিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করিলে তাহা ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য। ব্যবসায়ের কাজ মসজিদে বসিয়া করা উচিত নহে, ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ লিখিয়াছেন, যেই মুদাররেস

www.BANGLAKITAB.com

কিংবা মোল্লা বেতন গ্রহণ করিয়া ছেলে-পেলেদিগকে তা'লীম দিয়া থাকেন, তাঁহার এই কার্য মসজিদে বসিয়া করা উচিত নহে। কেননা, পারিশ্রমিকের কাজ ক্রয়-বিক্রয়ের পর্যায়ভুক্ত। এইরূপে যেই কাতেব পারিশ্রমিক গ্রহণে কেতাবৎ করিয়া থাকেন কিংবা যেই দরযী পারিশ্রমিক লইয়া সেলাইয়ের কাজ করেন, এসমস্ত লোকের মসজিদে বসিয়া নিজ নিজ কার্য করা জায়েয নহে। (কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহ এ'তেকাফের অবস্থায় থাকিলে মসজিদে বসিয়া নিজ নিজ কার্য করিতে পারেন।) আর যদি কেহ নিজের জন্য কোন আমল করে, তাহা যদিও ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ নহে; কিন্তু দুনিয়ার কাজ, তাহাও মসজিদে বসিয়া করা উচিত নহে।

হযরত হাজী ছাহেব রাহেমাহুল্লাহ্‌র উক্তি হইতে আমি এই সূক্ষ্ম কথাটি অবগত হইয়াছি। এক ব্যক্তি তাঁহার খেদমতে আসিয়া আরয করিলেন, হুযুর আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, মসজিদের মধ্যে পায়খানা করিতেছি। হযরত হাজী ছাহেব তৎক্ষণাৎ বলিলেন: "তুমি মসজিদে বসিয়া দুনিয়ার উদ্দেশ্যে কোন আমল বা ওযীফা পড়িয়া থাকিবে।" সে ব্যক্তি স্বীকার করিল। তখন তিনি বলিলেন: "দুনিয়া হাছিল করার জন্য মসজিদে বসিয়া ওযীফা পড়া উচিত নহে।"

অতএব, দেখুন, কোরআন হাদীসের সাহায্যে আমলিয়াত জায়েয হওয়ার জন্য এতগুলি শর্ত রহিয়াছে। এ সমস্ত মাস্‌আলা হয়ত আপনারা কখনও শুনেন নাই। এই কারণেই আমি বলি, কোন অভিজ্ঞ আলেম লোককে আঁকড়াইয়া ধর এবং তাঁহা হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া কাজ কর। ইহা একান্ত আবশ্যক। ইহা ব্যতীত কাজ চলিতে পারে না। ফলকথা, এ সমস্ত শর্তাধীনে তাবীয-তুমার, আমলিয়াত, বিভিন্ন প্রকারের যাদু আমল করা জায়েয। এ সমস্ত শর্ত সকল অবস্থায় হালাল যাদুর অন্তর্ভুক্ত নহে। যেমন, সাধারণ লোকেরা মনে করিয়া থাকে।

আমি বলিতেছিলাম, ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে যাদুর চর্চা অধিক। এই প্রসঙ্গে হালাল যাদু ও হারাম যাদুর বিভাগের বর্ণনা এত দীর্ঘ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়গুলি প্রয়োজনীয় ছিল। কাজেই এই বর্ণনা অনর্থক হয় নাই। এখন আমি আমার মূল বক্তব্যের দিকে ফিরিয়া আসিতেছি।

।। যাদুর ক্রিয়া ।।

ইহুদি জাতির মধ্যে যাদুর চর্চা অধিক ছিল। তাহারা হারাম যাদুতে লিপ্ত ছিল। اَلنَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ-এর মধ্যে উহা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই আয়াতে স্ত্রী-যাদুকরদের উল্লেখ এই কারণে করা হইয়াছে যে, স্ত্রীলোকদের কৃত যাদু অধিক শক্তিশালী এবং ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। ইহাতে আরও একটি দার্শনিক রহস্য রহিয়াছে, তাহা এই যে, যাদু এবং আমল প্রভৃতির ক্রিয়া সাধারণতঃ আত্মিক শক্তি প্রয়োগ এবং কল্পনা শক্তির

www.BANGLAKITAB.com

উপর নির্ভর করে। শব্দ আবৃত্তির বিশেষ অধিকার ইহাতে নাই। কিন্তু কোন বন্ধন বিভিন্ন কল্পনার মধ্যে শক্তি এবং একাগ্রতা জন্মে না বলিয়া কতকগুলি শব্দ উহার জন্য নির্ধারণ করিয়া লওয়া হয় এবং আমলকারীর মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া দেওয়া হয় যে, এই শব্দগুলির মধ্যেই যাদুর ক্রিয়া নিবদ্ধ রহিয়াছে। তাহাতেই আমলকারীর এই ধারণা দৃঢ় হইয়া যায় যে, আমি এই শব্দগুলি উচ্চারণ করা মাত্র ক্রিয়া আরম্ভ হইবে। তাহাতেই ক্রিয়া হইতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উহা তাহার কল্পনারই ক্রিয়া, উচ্চারিত শব্দের ক্রিয়া নহে। শব্দের কোন ক্রিয়া নাই বলিয়া বিশ্বাস জন্মিলে আমলকারীর উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে ক্ষতিকর হয়। আমলকারী যদি মনে করিতে থাকে যে, এ সমস্ত শব্দের কোনই ক্রিয়া নাই, তবে তাহার আমলেও কোন ফল হইবে না। কেননা, এরূপ ধারণা জন্মিবার পর তাহার কল্পনা শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং সে ইতস্ততঃ করিতে থাকিবে—"ক্রিয়া হয় কি না হয়।" সুতরাং এ বিষয়ে আমলকারী অজ্ঞ থাকাই ক্রিয়ার জন্য হিতকর। কিন্তু যাদুর শব্দগুলির কোন নিজস্ব ক্রিয়া নাই; বরং ক্রিয়া শুধু কল্পনা ও আত্মিক শক্তির প্রভাবেই হইয়া থাকে- ইহাই সত্য কথা।

আবার দেখুন, কোন কোন মানুষ প্রকৃতি এবং জন্মগতরূপেই মোহিনী শক্তির অধিকারী হইয়া থাকে। তাহার নিজের কল্পনার মধ্যে একাগ্রতা অর্জনের জন্য বিশেষ চেষ্টা এবং অধিক অভ্যাস করার প্রয়োজন হয় না। অবশ্য অভ্যাসের দ্বারাও কতক লোক মোহিনী শক্তির অধিকারী হইয়া থাকে।

একবার একটি রহস্যময় আংটি ভারতবর্ষে অতিশয় বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিল। উহার মধ্যে দৃষ্টি করিলে অনুপস্থিত এবং মৃতলোকের ছবি দেখা যাইত। উহাও নিছক কল্পনা শক্তিরই প্রভাব ছিল। এই কারণেই উহাতে এই শর্ত আরোপিত ছিল যে, অল্প বয়স্ক বালক কিংবা স্ত্রীলোক উক্ত আংটিতে দৃষ্টি করিলে ছবি দেখিতে পাইবে। এই শর্তটি আরোপ করার মধ্যে রহস্য এই যে, আপনি যদি কাহারো ছবি ধ্যান করেন এবং উক্ত ছবির কল্পনা মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে জমাইয়া লন, আর আংটির প্রতি দৃষ্টিকারীর কল্পনার উপর আপনার কল্পনা শক্তির প্রভাব পতিত হয়, তবে আপনার মনে অঙ্কিত ছবিগুলিই তাহার দৃষ্টি পথে উদিত হইবে। আর যদি আপনি কাহারও ছবি কল্পনা না করেন; বরং মনে এই কল্পনা দৃঢ়ভাবে জমাইয়া লন যে, কোন ছবি তাহার দৃষ্টিগোচর না হউক, তবে একটি ছবিও কোন সময় তাহার দৃষ্টিগোচর হইবে না।

কানপুর শহরে জনৈক মৌলবী সাহেব কিছু আমল অভ্যাস করিয়াছিলেন, উহার সাহায্যে তিনি অনুপস্থিত ও অদৃশ্য লোকের ছবি দেখাইয়া দিতেন। তাঁহার নিয়ম ছিল যে, যখনই কোন মানুষ আসিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিত, আমাকে অমুক ব্যক্তির ছবি দেখাইয়া দিন—তখনই তিনি তাহাকে বলিতেন: "যাও, অযু করিয়া হুজ্‌রার ভিতরে যাইয়া বস।" এদিকে তিনি ঘাড় নীচু করিয়া ধ্যান আরম্ভ করিতেন।

www.BANGLAKITAB.com

কিছুক্ষণ পরেই সেইলোকটি মেঘ অথবা আবছা ধোঁয়াটে কোন পদার্থ দেখিতে পাইত। অতঃপর উদ্দিষ্ট ব্যক্তির ছবি উহাতে তাহার দৃষ্টিগোচর হইত। ইহার স্বরূপ এই ছিল যে, মৌলবী সাহেব ধ্যানের সাহায্যে অপরের কল্পনার উপর নিজের ধ্যানের প্রভাব প্রয়োগ করিতেন। উহারই প্রভাবে তাহার কল্পনাকৃত বস্তুর মধ্যে সেই ছবির উদ্ভব হইত। একদিন সেই মৌলবী সাহেবের মজলিসে একজন তালেবে এলম উপবিষ্ট ছিল। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার নিকট অনুরোধ জানাইল—"আমাকে অমুক বুযুর্গ লোকের ছবি দেখাইয়া দিন।" তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার অভ্যাস অনুযায়ী সে দিকে মনোনিবেশ করিলেন, উক্ত তালেবে এলেমটি তখন চুপি চুপি এই আয়াতটি পড়িতে আরম্ভ করিল: قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ০ "আপনি বলুন, সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে। নিশ্চয়, মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই বস্তু।" মৌলবী সাহেব কল্পনা শক্তি প্রয়োগের সাথে সাথে আগন্তুক লোকটির কল্পনার সম্মুখে কিছু প্রাথমিক বিষয় দৃষ্টিগোচর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল! কিন্তু তালেবে এলেমটি এই আয়াতটি পাঠ করা মাত্র সব কিছুই অন্তর্ধান হইয়া গেল। এখন মৌলবী সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন: 'কিছু দেখিতে পাইলে?" সে বলিল: সামান্য কিছু দেখিতে পাইতেছিলাম—তাহাও এখন আর দেখিতে পাইতেছি না। কাম্য ছবি কোথা হইতে দেখিতে পাইব। মোটকথা, মৌলবী সাহেব খুবই শক্তি প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু আর কিছু দেখা গেল না। মৌলবী সাহেব লজ্জিত হইয়া বসিয়া রহিলেন।

এস্থলে আসল ব্যাপারটি ছিল এই যে, উক্ত তালেবে এলমটি মৌলবী সাহেবের কল্পনার বিপরীত এক কল্পনা নিজের মধ্যে দৃঢ় ভাবে জমাইয়া লইয়াছিল, ফলে উভয় কল্পনার মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়া কোনই ক্রিয়া হয় নাই। সুতরাং আমি বলি, এসমস্ত যাদু এবং আমলিয়তের ক্রিয়া নিছক কল্পনা শক্তির প্রভাবেই হইয়া থাকে। কাজেই তাহারা কোন নাবালেগ ছেলে কিংবা স্ত্রী-লোকের উপর আমল করিয়া থাকে। কেননা, ইহাদের বিবেক-বুদ্ধি সামান্য। তাহাদিগকে যাহাকিছু বুঝাইয়া দেওয়া হয়, তাহারা সেই ধ্যানেই দৃঢ় ভাবে জমিয়া যায়। সেই ধ্যান বা কল্পনা অনুসারেই আকৃতিসমূহ তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বুদ্ধিমানের উপর ক্রিয়া কম হয়। কেননা, তাহাদের মনে খুঁত খুঁত করিতে থাকে—আমলকারীর কথানুযায়ী ক্রিয়া হয়—কি না হয়। এই কারণেই স্বল্প বুদ্ধি যেকেরকারীর উপর 'হাল' এবং 'অবস্থা' অধিক আবির্ভূত হইয়া থাকে, কেননা, স্বল্প বুদ্ধি লোকের একাগ্রতা অধিক। আর একাগ্রতা মনের উপরই 'হাল' এবং কাইফিয়ত অধিক আবির্ভূত হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান যেকেরকারীর হৃদয়ে 'হাল' ও 'কাইফিয়ত' কম হয়। কেননা, তাহার মস্তিষ্ক সকল অবস্থায়ই ক্রিয়াশীল থাকে। অতএব, যে সমস্ত

www.BANGLAKITAB.com

যেকেরকারীর হৃদয়ে হাল বা কাইফিয়তের আবির্ভাব হয় না, তাহাদের চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নাই ; বরং তাহাদের এই মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকা উচিত যে, তাহাদের বুদ্ধি আছে কাজেই তাহাদের হৃদয়ে 'হালের' আবির্ভাব হইতেছে না।

।। কাশ্‌ফের বিপদ ।।

দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত লোক কাশ্‌ফের বেশী ভক্ত ও বিশ্বাসী তাহাদের সহিত সময় সময় শয়তান বিদ্রূপও করিয়া থাকে। কোন কোন বুযুর্গ লোক লিখিয়াছেন, মানুষের ধ্যান ও কল্পনার উপর শয়তানের প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা যথেষ্ট রহিয়াছে। শয়তান যেকেরকারীকে কাল্পনিক আসমান দেখাইয়া থাকে। তথায় সে নূর, তাজাল্লী, ফেরেশ্‌তা—সবকিছুই দেখিতে পায়, যে সমস্ত যাকের কাশ্‌ফে বিশ্বাসী তাহারা ইহাকে প্রকৃত আসমান এবং সত্যিকারের ফেরেশ্‌তা মনে করিয়া থাকে। এই কারণেই তত্ত্ববিদগণ লিখিয়াছেন, কাশ্‌ফের পথ বড়ই বিপদ সঙ্কুল, সে পথে শয়তানের ধোঁকা দেওয়া বড়ই সহজ হয়। এই মর্মেই আরেফ শীরাযী বলিয়াছেন :

در رہ عشق و سوسۂ اہرمن بسے ست + ہشدار و گوش را بہ پیام سروش دار

"এশ্‌কের পথে শয়তানের কু-মন্ত্রণার আশঙ্কা অনেক। সাবধানতা অবলম্বন কর এবং জিব্‌রায়ীলের নির্দেশের প্রতি কান সজাগ রাখ।"

কেহ কেহ হাফেয শীরাযীকে মাতাল বলিয়া থাকেন। কিন্তু মনে হয় তাহাদের চক্ষু নাই। হাফেযের বাণীসমূহে মা'রেফতের মাস্‌আলা যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। এমন নহে যে, তাঁহার প্রতি আমার নিছক উন্নত ধারণার বশবর্তী হইয়া তাঁহার উক্তিসমূহ হইতে বাছিয়া বাছিয়া এই মাস্‌আলাগুলি বাহির করিয়া লইয়াছি ; বরং তাঁহার বাণী বাস্তবিকই তাসাউফের মাস্‌আলাতে পরিপূর্ণ। অন্যথায় কেহ অপর কাহারও বাণী হইতে এ সমস্ত মাস্‌আলা বাহির করিয়া দেখান, আমি আমার ধারণা পরিবর্তন করিতে রাযী আছি। আসল কথা এই যে, ভিতরে কিছু না থাকিলে কেহ এ সমস্ত মাস্‌আলা বাহির করিতেও সক্ষম হয় না। যাহা হউক, হাফেয রাহেমাহুল্লাহ্ বলেন : "এই পথে শয়তানের কু-মন্ত্রণা অনেক। সুতরাং তরীকত-পন্থীর কর্তব্য, সাবধান থাকিয়া سروش -এর পয়গামের প্রতি কান সজাগ রাখা।" سروش বলিতে এখানে 'হাতেফ' অর্থাৎ, গায়েবী আওয়ায উদ্দেশ্য নহে,। কেহ কেহ হয়ত এরূপ অর্থ বুঝিয়া থাকিবে এবং মনে মনে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকিবে। কেননা, ইহা হইতে "কাশ্‌ফের" উপর নির্ভর করার শিক্ষাই তো পাওয়া যাইতেছে না। বরং এখানে سروش -এর অর্থ জিব্‌রায়ীল (আঃ) এবং পয়গামের অর্থ 'ওহী' যাহা তাঁহার মাধ্যমে নাযিল হইত। অতএব, বয়েতের মতলব এই যে, ওহীর অনুসরণ করা উচিত।

www.BANGLAKITAB.com

তাহা হইলে আর শয়তানের কু-মন্ত্রণা কার্যকরী হইবে না। স্বলকথা, কাশ্‌ফের মধ্যে এই বিপদ রহিয়াছে। আর যাহার কাশ্‌ফ হয়-ই না শয়তান তাহাকে কি ধোকা দিবে ?

যখন একথা বুঝিতে পারিলেন যে, যাদু প্রভৃতি আমলিয়াত নির্ভর করে কল্পনা শক্তির উপর, তবে এখন জানিয়া লউন যে, মেয়েলোকের কল্পনা শক্তি পুরুষ অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। কেননা, প্রথমতঃ স্ত্রীলোকেরা স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্না, স্বল্প বুদ্ধিলোককে যাহাকিছু শিখাইয়া দেওয়া হয়, উহারই ধ্যানে এবং কল্পনায় সে সত্বর দৃঢ় হইয়া যায়। বিপরীত দিকের কল্পনাই সে করে না। দ্বিতীয়তঃ, মেয়েলোকের অভিজ্ঞতাও পুরুষ অপেক্ষা অনেক কম, সুতরাং তাহাদের ধ্যান এবং কল্পনা কখনও ব্যাহত হয় না।

॥ স্ত্রী-শিক্ষার পদ্ধতি ॥

কিন্তু আজকাল নব্য শিক্ষিত শ্রেণীতে স্ত্রী-জাতির জ্ঞান ব্যাপক করার এবং তাহাদিগকে বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত করার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। আমি স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী নহি। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী তাহাদিগকে যে শিক্ষা প্রদান করিতেছে এই শিক্ষার আমি অবশ্যই বিরোধী। বলুন ত, স্ত্রীজাতিকে ভূগোল এবং ইতিহাস শিক্ষা দেওয়ার সার্থকতা কি ? আমি একবার বলিয়াছিলাম, মেয়েরা এখন পর্যন্ত জানে নাই যে, আমাদের শহরে মহল্লা কয়টি ? এবং এই জিলায় শহর কয়টি ? কোন্ রাস্তা কোন্ দিক হইতে কোন্ দিকে গিয়াছে ? এই কারণেই এখন পর্যন্ত তাহারা ঘরে আবদ্ধ থাকা পছন্দ করিতেছে, কিন্তু এখন তাহাদিগকে সারা দুনিয়ার নক্‌শা এবং রাস্তা শিখান হইতেছে। ইহার অর্থ এই যে, তাহাদিগকে উধাও হওয়ার রাস্তা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। অতএব, বাস্তবিকই আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, স্ত্রী-জাতিকে ভূগোল শিক্ষা দেওয়ার সার্থকতা কি ? তাহাদের কামালিয়তই (গুণবত্তা) তো এই যে, তাহারা যেন নিজের শহর এবং ঘর ভিন্ন আর কিছুই জানিতে না পারে। স্ত্রী-শিক্ষার জন্য দ্বীনী মাসায়েল অপেক্ষা আর কিছুই অধিক হিতকর নহে। ইতিহাস পড়াইতে ইচ্ছা করিলে কেবল বুযুর্গ লোকের কাহিনী ও অবস্থা পড়ান উচিত। তাহাতে তাহাদের স্বভাব-চরিত্রের উপর ভাল প্রভাব পড়িবে। কিন্তু আজকাল স্ত্রীজাতিকে সারা দুনিয়ার কিস্‌সা কাহিনী পড়ান হয়, ইহার পরিণাম ফল নিতান্ত খারাপ হইয়া দাঁড়ায়।

কোরআন শরীফে পুণ্যবতী স্ত্রী-লোকের ইহাও একটি গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে সে যেন নিরীহ হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغَافِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ *

www.BANGLAKITAB.com

"যাহারা অনবহিতা মুসলমান সতী রমণীদের কুৎসা রটনা করে তাহাদের প্রতি দুনিয়াতেও লানৎ এবং আখেরাতেও লানৎ।" غافلات শব্দের অর্থ তাহারা 'চতুর' নহে, দুনিয়ার উত্থান-পতন সম্বন্ধে অবগত নহে। অতএব, বন্ধুগণ! মনে রাখিবেন স্ত্রীজাতির গুণবত্তা ইহাই যে, তাহারা যেন নিজের শহর এবং ঘর ব্যতীত দুনিয়ার সবকিছু হইতে অনবহিতা থাকে। এই গুণটি স্ত্রীজাতির জন্মগত ও স্বভাবগত, কিন্তু মানুষ ইহাকে বিকৃত করিয়া ফেলে।

একজন লোক আমার নিকট কোন এক বুযুর্গ লোকের কাহিনী বর্ণনা করিতেছিল। উক্ত বুযুর্গ লোক একবার গরুর গাড়ীতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন পুরুষ, আর গাড়োয়ান ছিল অত্যন্ত কুৎসিত ও কদাকার। পথিমধ্যে গাড়োয়ানের বাড়ী আসিয়া পড়িলে সে তাহার স্ত্রীকে ডাকিল, ডাক শুনিতেই স্ত্রী আসিয়া হাজির হইল। হঠাৎ তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই মনে হইল যেন চাঁদ উঠিয়াছে, সে খুবই সুন্দরী ছিল। বুযুর্গ লোকটি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই স্ত্রীলোকটি তো এমন সুন্দরী এবং সুশ্রী, আর তাহার স্বামী কুৎসিত ও কদাকার, সে তাহার স্বামীকে কখনও শ্রদ্ধা করে কি? বুযুর্গ লোকটি নিজের সৌন্দর্যের জন্য গর্ব অনুভব করিতেন। মনে মনে ভাবিলেন, দেখি স্ত্রীলোকটি আমার দিকেও দৃষ্টি করে কি না। কিন্তু সেই আল্লাহ্‌র বাঁদী একবারও দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল না যে, গাড়ীতে কে আছে, কে নাই। তাহার সমস্ত মনোযোগ ছিল নিজের স্বামীর দিকে। সে তাহারই দিকে হাসিয়া হাসিয়া কথা বলিতেছিল। অবশেষে গরুর গাড়ী অগ্রসর হইয়া চলিল। স্ত্রীলোকটি তাহার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। বুযুর্গ লোকটি বলিতেন, স্ত্রীলোকটির এই গুণ দেখিয়া আমার মনে খুবই আনন্দ হইল। সতী রমণী এরূপই হওয়া উচিত যে, এমন কুৎসিত কদাকার স্বামী লইয়াই সন্তুষ্ট, অপরের দিকে ফিরিয়াও তাকায় না।

অতএব, আমি বলি, স্ত্রীলোকদের মধ্যে এই গুণটি জন্মগত এবং স্বাভাবিক। কিন্তু আমরাই উহাকে বিকৃত করিয়া ফেলি। দুঃখের বিষয় এমন মহামূল্য রত্নের হেফাযৎ করা হয় না। স্ত্রীজাতিকে যদি শিক্ষা দিতে চাও, তবে সর্বপ্রথম নিজ গৃহে নভেল এবং বিভৎস কিস্‌সা কাহিনীর বইয়ের সমাগম বন্ধ কর। এই নভেল বইগুলির বদৌলতে অনেক সম্মানী ঘরে বড় বড় ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীজাতিকে লেখা শিখাইও না। যদি আবশ্যক পরিমাণ শিখাইতে চাও, তবে এবিষয়ে যথেষ্ট সাবধান থাকিবে, তাহারা যেন বেগানা পুরুষের নামে কখনও চিঠিপত্র না লেখে। কোন কোন স্ত্রীলোক নিজের ভগিনীপতি, চাচাত ভাই এবং মামাত ভাইয়ের নিকট চিঠিপত্র লিখিয়া থাকে। তাহা সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। আবার কোন কোন স্ত্রীলোক মহল্লার অপরাপর স্ত্রীলোকদের চিঠিপত্র লিখিয়া দেয়।

www.BANGLAKITAB.com

এইরূপে কোন কোন ক্ষেত্রে লেখিকার সহিত পুরুষটির সম্পর্ক হইয়া যায়। ইহাতে অনেক অনর্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সুতরাং স্ত্রীলোকদিগকে খুব সতর্ক করিয়া দিন, সমস্ত মহল্লার চিঠিপত্র যেন না লিখে। আরও একটি বিষয় সাবধান করিয়া দিবেন, যেন নিজের পরম আত্মীয়দের নিকট চিঠি লিখিলেও কার্ড কিংবা লেফাফার উপর ঠিকানা নিজের হাতে না লেখে; ঘরের কোন পুরুষ লোক দ্বারা যেন ঠিকানা লিখাইয়া লয়।

কোন এক স্থানে এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছে যে, একজন স্ত্রীলোক নিজ হাতে লেফাফার উপর ঠিকানা লিখিয়াছিল। উহাতে কাটাকাটি হওয়ায় কিংবা হস্তাক্ষর সুন্দর না হওয়ায় সে তাহা ধুইয়া ফেলিল। ইহাতে সিল মোহরটি সন্দেহজনক হইয়া দাঁড়াইল। ফলে ডাক বিভাগ তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করিয়া দিল। তখন বড়ই সঙ্কট উপস্থিত হইল। পর্দানশীন স্ত্রীলোককে আদালতে পাঠাইতে হয়। অবশেষে তাহার একজন নিকটাত্মীয় ব্যাপারটি নিজের ঘাড়ে লইয়া আদালতে যাইয়া স্বীকার করিল যে, এই চিঠি আমি লিখিয়াছি এবং ঠিকানা আমারই হাতের লেখা। সে মনে করিল, মোকদ্দমা দায়ের হইলে আমার উপর হউক। জেল হয় আমারই হউক। তথাপি পর্দানশীন স্ত্রীলোকের অপমান না হউক।

এই কারণেই আমি একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করি—স্ত্রীলোকেরা যেন ঠিকানা কখনও নিজের হাতে না লেখে। অতএব, স্ত্রীলোককে শিক্ষা প্রদানের আগ্রহ যদি কাহারও এতই বেশী হয়, তবে এ সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা তাঁহার কর্তব্য।

যাহা হউক, স্ত্রীজাতির অভিজ্ঞতা যেহেতু সাধারণতঃ ব্যাপক ও বিস্তৃত হয় না; কাজেই তাহাদের কল্পনা শক্তি বিশুদ্ধ এবং পূর্ণ হইয়া থাকে। আর যাদুর নির্ভর যেহেতু কল্পনার উপরই ঘটে; সুতরাং স্ত্রীলোকের যাদু অধিক শক্তিশালী হইয়া থাকে, এই কারণেই খাছ করিয়া স্ত্রী-যাদুকরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

اَلنَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ

ইহুদী সম্প্রদায় হারাম যাদুর আমলে নিমগ্ন ছিল। তাহাদের মেয়েরাও যাদু বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। যেমন, লবীদের কন্যারা হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যাদু করিয়াছিল। মূর্খ ইহুদীরাই যাদুর চর্চা করিত, কিন্তু তাহাদের আলেমগণের উচিত ছিল ইহাকে হারাম এবং কুফরী বলিয়া আখ্যায়িত করা, আর জনসাধারণকে উহা আমল করিতে নিষেধ করা। তৎপরিবর্তে তাহারা বরং ইহাকে হারূত মারূতের বিদ্যা বলিয়া একটি আসমানী এলমরূপে পরিচিত করিয়া দিয়াছিল। ইহা নিয়মের কথা—আলেমের স্বভাব পরিবর্তিত হইলে তাহার অধঃপতন অনেক দূরে চলিয়া যায়। কেননা, সে তখন প্রত্যেক শরীয়ত বিরোধী কার্যকে আল্লাহ্ ও রাসূল পর্যন্ত পৌঁছাইয়া ছাড়ে। যেমন, আজকালও মানুষ বলিয়া থাকে, "ধর্ম তো আলেমদের হাতে, যে দিকে ইচ্ছা ঘুরাইয়া দিতে পারে। যাহা ইচ্ছা হারাম এবং যাহা

www.BANGLAKITAB.com

ইচ্ছা হালাল করিতে পারে। ইহা যেন আলেমদেরই ক্ষমতার অধীন।" আমি বলিতেছি—সর্বসাধারণ এরূপ উক্তি করিলে তাহাদের কোনই কসুর নাই। বাস্তবিকই কোন কোন আলেম এইরূপ করিয়া থাকে।

যাহা হউক, ইয়াহুদী আলেমদের অবস্থা এইরূপ ছিল। তাহারা যাদুকে হারূত মারূতের এল্‌ম বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল এবং তৎসম্বন্ধে যোহ্‌রা নাম্নী একজন স্ত্রীলোক ঘটিত এক বিচিত্র কাহিনী রচনা করিয়া লইয়াছিল। মনে হয়, ইয়াহুদীরা যেন বিচিত্রতার পূজক ছিল। মানুষের তাক লাগাইবার জন্য বিচিত্র বিচিত্র কাহিনী-সমূহ রচনা করিয়া লইত যেন মজলিস জমিয়া উঠে।

বস্তুতঃ আজকাল আমাদের ওয়ায়েযগণের রুচিও তদ্রূপই হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা এমন বিচিত্র ঢং অবলম্বন করে যে, ওয়াযকে মুখরোচক করার জন্য এমন কেস্‌সা কাহিনী বর্ণনা করে যাহাকে সাধারণ জ্ঞান সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে রাযী হয় না। আজকাল সাধারণ লোকেরাও বিচিত্র রং ঢং-এর অধিক ভক্ত। কাজেই এই শ্রেণীর ওয়ায়েযগণ সর্বসাধারণের নিকট যথেষ্ট কদর এবং মর্যাদা লাভ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, ওয়াযের মধ্যে নূতন নূতন এমন কিছু থাকা চাই যাহা পূর্বে কখনও শুনা যায় নাই। পুরাতন কথা বার বার আওড়াইলে মজা পাওয়া যায় না।" আমি বলিতেছি, ইহা ভুল কথা। পুরাতন কথা যতবারই আওড়ান হউক না কেন ইহাতেই প্রকৃত মজা। কিন্তু এই স্বাদ তাঁহারাই উপভোগ করিতে পারিবেন যাঁহাদের বিবেক-বুদ্ধি প্রকৃতিস্থ আছে, যাঁহারা সত্যকে সত্যরূপে পাইতে চাহেন, বৈচিত্র-পূজক নহেন, আর যাহাদের প্রকৃতি ও স্বভাব অসুস্থ তাহারা তো আক্কেল গুড়ুমকারী ভোজবাজীতে স্বাদ পাইবে। পুরাতন ও সনাতন বিষয়ে তাহারা কি স্বাদ পাইবে?

দেখুন, কোরআনের বর্ণনা ভঙ্গীও ঠিক এইরূপই। কোন কোন বিষয়বস্তুকে কোরআনে বার বার বর্ণনা করা হইয়াছে। মূসা (আঃ)-এর ঘটনা কোরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক স্থানে তাহা নূতন প্রণালীতে ও নূতন ভঙ্গীতে বর্ণিত হইয়াছে। ওয়াযের পদ্ধতিও ঠিক এইরূপই হওয়া উচিত। অর্থাৎ, পুরাতন কথাই বিভিন্ন ভঙ্গীতে বর্ণনা করা এবং স্থান ও সময়োচিত বিষয় বস্তু অবলম্বন করা উচিত। পুরাতন কথাসমূহে সেই স্বাদই রহিয়াছে—যাহা কবি বলিতেছেন:

هر چند پیر وخسته و بس نا توان شدم + هر گه نظر بروئے تو کردم جوان شدم

"যদিও আমি বার্ধক্য ও জরাগ্রস্ত এবং অত্যধিক দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। তথাপি তোমার মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি করা মাত্র যৌবন প্রাপ্ত হই।" বস্তুতঃ পুরাতন কথাগুলির পুনরাবৃত্তিতে হৃদয়ে নূতন নূতন জ্যোতি এবং সজীবতা উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে বিচিত্র কেস্‌সা কাহিনী শ্রবণে হৃদয়ে কালিমা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

www.BANGLAKITAB.com

সত্যিকারের ওয়ায তো তাহাই যাহাতে কোন বেদআত সংজোযিত না হয়। এসমস্ত নূতন নূতন ও বিচিত্র কাহিনীগুলিকে বেদ্‌আত ছাড়া আর কি বলা যায়?

।। ধর্ম-কর্মে সীমাহীন বাড়াবাড়ি ।।

হালাল রুযী অন্বেষণ সম্বন্ধে ওয়ায়েযগণ একটি কেস্‌সা বর্ণনা করিয়া থাকেন। একব্যক্তি হালাল রুযীর প্রত্যাশী ছিল। লোকে তাহাকে বলিল, আজকাল হালাল রুযী একজন লোকের কাছেই আছে, তিনি বসরা শহরে বাস করেন। তিনি ব্যতীত আর কাহারও রুযী নিশ্চিতরূপে হালাল নহে। সুতরাং সে বসরা গমন পূর্বক সেই বুযুর্গ লোকটির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিল: "আমি একমাত্র হালাল রুযীর অন্বেষণে আপনার নিকট আসিয়াছি। আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, আপনার রুযী সম্পূর্ণ হালাল। তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। উক্ত বুযুর্গ লোক ইহা শুনিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন: "আমার রুযী এ যাবৎ নিঃসন্দেহে হালালই ছিল, কিন্তু এখন আর রহিল না। কেননা, আমার গরু এক ব্যক্তির ক্ষেতের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল এবং তাহার ক্ষেতের মাটি আমার গরুর পায়ে লাগিয়া আমার ক্ষেতের মাটির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এখন আমার মনে সন্দেহ জন্মিয়া গিয়াছে।"

এসমস্ত কাহিনী শরীয়ত বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা, যতটুকু মাটি গরুর পায়ে লাগিতে পারে উহা কোন মূল্যবান পদার্থ নহে যাহার কারণে সন্দেহ জন্মিতে পারে। ইহা ধর্ম-কর্মে সীমাহীন গোড়ামি ছাড়া আর কিছুই নহে। ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ লিখিয়াছেন, যদি কেহ গমের একটি বীজ লইয়া ঘোষণা করিতে থাকে এই গম বীজটি কাহার? তবে তৎকালীন শাসনকর্তার উচিত তাহাকে বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রদান করা। কেননা, একটি গমের বীজ মূল্যবান পদার্থ নহে যাহার মালিক অন্বেষণের জন্য ঘোষণা করিয়া ফিরিতে হইবে। অতএব, এই ব্যক্তি শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করিতেছে। ফলকথা, উপরোক্ত কাহিনী শরীয়ত বিরোধী। কিন্তু ওয়ায়েযগণ উহাকে বড় জোরে-শোরে বর্ণনা করিয়া থাকেন। শ্রোতাগণও উহা শুনিয়া সোবহানাল্লাহ্ পড়িতে থাকে এবং মুগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু এসমস্ত কাহিনীর ফল এই দাঁড়ায় যে, মানুষ মনে করিতে আরম্ভ করে, হালাল রুযী বড়ই কঠিন বস্তু। আমাদের ভাগ্যে তাহা সম্ভব নহে। এই কারণে তাহারা হালাল রুযী অন্বেষণে হতাশ হইয়া পড়ে।

হযরত মাওলানা শাহ্ ফযলুর রহ্‌মান ছাহেবের একজন খাদেম ছিল। তিনি তাহার জন্য খাদ্যবস্তু পাঠাইয়া দিতেন। একবার সে নিবেদন করিয়া বসিল, "হযরত! আমার জন্য যে খাদ্য প্রেরণ করিয়া থাকেন আপনি কি যাচাই করিয়া দেখেন তাহা হারাম, না হালাল?" শাহ্ ছাহেব বলিলেন: অনাহারে মরিয়া যাইবে। ভারি তো

www.BANGLAKITAB.com

হালাল খানেওয়ালা আসিয়াছে! যা, খাইয়া ফেল। একজন মুসলমান যখন আমাকে হাদিয়া দিয়াছেন এবং তাহার আয় আমদানীর হাল অবস্থা আমার জানা নাই, তখন একজন মুসলমানের আমদানী হারাম হইতে পারে বলিয়া আমার খারাপ ধারণা করার কি প্রয়োজন?

জনৈক শাহ সাহেব আসিয়া একদিন হযরত মাওলানা গঙ্গুহী রাহেমাহুল্লাহুর বাড়ীতে মেহমান হইলেন। তিনি হালাল রূযী খাওয়ার দাবী করিতেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই হারাম হালাল সম্বন্ধে খুব অনুসন্ধান করিতেন। হযরতের বাড়ী হইতে অতিথির জন্য খাদ্যবস্তু আসিলে উক্ত শাহ্ সাহেব তাহা ফেরত দিলেন এবং বলিলেন, আমি খাঁটি হালাল খাদ্য খাইয়া থাকি, সন্দেহজনক খাদ্য খাই না। আমি জানি না যে, এই খাদ্য হালাল কি না। এতটুকু বলিয়া সম্ভবতঃ তিনি মনে মনে আশা করিতেছিলেন যে, "হযরত গঙ্গুহী (রঃ) স্বয়ং আসিয়া এই খাদ্যের তথ্য বর্ণনা করিবেন এবং বলিবেন, এই খাদ্য এমন আয়ের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে যাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই, তখন আমি খাইব।" কিন্তু হযরত গঙ্গুহী (রঃ) সেই ধাতের লোক ছিলেন না। তিনি খাদেমকে বলিয়া দিলেন, খাদ্যদ্রব্য ঘরে রাখিয়া দিয়া শাহ্ সাহেবকে বলিয়া দাও খানকাহর নিকট যে বন্য ডুমুরের গাছ দণ্ডায়মান রহিয়াছে উহার ফল সম্পূর্ণরূপে হালাল। উহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তিনি যেন উহা হইতে ফল ছিঁড়িয়া খান।

উপযুক্ত চিকিৎসা করা হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি যদি সত্যিকারের হালাল রূযীর প্রত্যাশী হইতেন, তবে ঠিক তাহাই করিতেন। কিন্তু তাঁহার তো উদ্দেশ্য ছিল শুধু শুধু গৃহস্বামীকে হয়রান করা এবং নিজের নাম বিস্তার করা। বস্তুতঃ তিনি অশিক্ষিত জনসাধারণকে এইভাবে যথেষ্ট হয়রান করিতেন। বেচারা মূর্খ জনসাধারণ তাঁহাকে খোশামোদ করিত এবং বহু খোঁজাখুঁজি করিয়া তাঁহার জন্য হালাল খাদ্য সংগ্রহ করিত। কিন্তু হযরত গঙ্গুহীর বাড়ী হইতে যখন পরিষ্কার উত্তর পাওয়া গেল, তখন তিনি বেশ অসন্তুষ্ট হইলেন এবং পরক্ষণেই তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

অতএব, বন্ধুগণ! ইহা পরহেযগারী নহে; বরং পরহেযগারীর মহামারী। ইত্যাকার গোঁড়ামি করিতে শরীয়ত নিষেধ করিয়াছে। কিন্তু ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, একেবারে দিল দরিয়া হইয়া বসিবেন, হারাম হালালের কোন পরোয়াই করিবেন না; বরং শরীয়তের বিধান এই যে, যদি আপনি অনুসন্ধান ব্যতীত এমনিই জানিতে পারেন যে, অমুকের আয় আমদানী সম্পূর্ণ হারাম, তবে তাহার বাড়ীতে কখনও খাইবেন না। আর যদি জানিতে পারেন যে, তাহার আমদানীর কতকাংশ হারাম এবং কতকাংশ হালাল, তবে তাহার ঘরের খাদ্য সন্দেহজনক, শরীয়তের বিধান হইল খাওয়া জায়েয, কিন্তু তাহা না খাওয়াই পরহেযগারী। আর যদি কোন ব্যক্তির

www.BANGLAKITAB.com

আমদানীর অবস্থা সম্বন্ধে আপনার কিছুই জানা না থাকে, তবে তাহার আমদানীর সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করার কোন প্রয়োজন নাই, আপনি উহাকে হালালই মনে করুন। কিন্তু আজকাল যাহারা শরীয়ত বিধান সম্বন্ধে খুব গোঁড়ামি করে, জনসাধারণের নিকট তাহাদেরই কদর বেশী। ইহাতে রহস্য এই যে, ধর্মকর্মের গোঁড়ামিতে সুখ্যাতি বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে মধ্যম পন্থায় চলিলে কোনই খ্যাতি লাভ হয় না। যাহা নিত্য নূতন তাহাতেই প্রসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

।। জনসাধারণের বিশ্বাস ।।

'গড়হী' নামক স্থানে এক শাহ্ সাহেব আসিলেন। তাঁহার অভ্যাস ছিল তাঁহাকে কেহ দাওয়াত করিতে আসিলে তিনি প্রথমে 'মুরাকাবা' করিতেন। কোন কোন সময় মুরাকাবা করিয়া বলিয়া দিতেন, তোমার আমদানী হালাল নহে, অতএব আমি তোমার দাওয়াত গ্রহণ করিতে পারি না। আবার কোন কোন দাওয়াতকারীকে মুরাকাবা করিয়া বলিয়া দিতেন, হাঁ, তোমার রুযী হালাল, তোমার দাওয়াত মঞ্জুর করিলাম। ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার খ্যাতি খুব ছড়াইয়া পড়িল। সকলে মনে করিল বাস্তবিকই শাহ্ সাহেব বড় বুযুর্গ লোক, হারাম রুযী কখনও খান না, মুরাকাবা করিয়া আগেই তিনি জানিয়া লন—দাওয়াতকারীর আমদানী কিরূপ। কিন্তু কতকলোক বুদ্ধিমানও ছিল, তাহারা মনে মনে বলিল, শাহ্ সাহেবের মুরাকাবার পরীক্ষা করা উচিত। কেননা, সম্ভবতঃ তিনি শুধু দাওয়াতকারীর বাহ্যিক লক্ষণ ও বেশ-ভূষা হইতে বুঝিয়া থাকেন যে, 'ইনি আমীর লোক এবং আমীর লোকদের আয় আমদানীতে এমনিই কিছু গোলমাল থাকে, আর অমুক ব্যক্তি শ্রমিক এবং সুস্থ, সাধারণতঃ গরীব লোকের আমদানী অধিকাংশই শ্রমার্জিত, ইহাতে সন্দেহের কারণ খুবই কম, কাজেই তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

অবশেষে তাহারা এক পতিতা নারীর নিকট যাইয়া বলিল, তোমার নিকট সদ্য আমদানীর কোন টাকা থাকিলে দুই একদিনের জন্য আমাদিগকে হাওলাত দাও। পতিতা তাহাদিগকে সদ্য আমদানী হইতে একটি টাকা দিল, তাহারা সেই টাকাটি একজন গরীব শ্রমিককে দিয়া বলিল, ইহা দ্বারা তুমি শাহ্ সাহেবকে দাওয়াত করিয়া খাওয়াও। সে টাকাটি গ্রহণ করিল এবং শাহ্ সাহেবের নিকট যাইয়া বলিল: "হুযুর! আজ আমার বাড়ীতে দাওয়াত কবুল করুন।" শাহ্ সাহেব নিজের অভ্যাস অনুযায়ী মুরাকাবা করিয়া বলিলেন: সোবহানাল্লাহ্! তোমার উপার্জিত টাকায় বড়ই নূর দেখা যাইতেছে, সম্পূর্ণ হালাল, তোমার দাওয়াত মঞ্জুর।" ইহাতে লোকে বুঝিয়া গেল, শাহ্ সাহেবের মুরাকাবা ঢং ছাড়া আর কিছুই নহে। শাহ্ সাহেব উক্ত গরীব লোকের বাড়ীতে যাইয়া যখন আহার সমাধা করিলেন, তখন ষড়যন্ত্রকারীরা বলিল, শাহ্ সাহেব! পুনরায়

www.BANGLAKITAB.com

একটু মুরাকাবা করিয়া দেখুন ত, যে খাদ্য খাইলেন তাহা হালাল না হারাম ? তিনি পুনরায় মুরাকাবা করিয়া পূর্ববৎ বলিলেন, মা-শা-আল্লাহ্ এই খাদ্যের মধ্যে খুবই নূর দেখা যাইতেছে। যদ্দরুন অন্তর আলোকিত হইয়া গিয়াছে। উপস্থিত লোকেরা জুতা লইয়া শাহ্ সাহেবকে খুব মেরামত করিল এবং বলিল : ভণ্ড কোথাকার, বস্, তোমার মুরাকাবার অবস্থা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি মানুষকে ধোকা দিয়া বেড়াইতেছ এবং অযথা হয়রান করিতেছ। যে খাদ্য তুমি এখন খাইয়াছ, ইহা একজন পতিতা নারীর উপার্জিত অর্থে প্রস্তুত হইয়াছে, যাহা খাইয়া তুমি অন্তরে নূরের ফোয়ারা দেখিতে পাইতেছ।

বাস্তবিকই একেবারে উপযুক্ত পরীক্ষা লওয়া হইয়াছে। এরূপ পরীক্ষাকারীর সংখ্যা অতি বিরল। অধিকাংশ লোকই ঐ সমস্ত ধোকাবাজদের ধোকায়ই পতিত হয়। এই কারণেই তত্ত্ববিদগণ বলিয়াছেন, জনসাধারণ প্রশংসা ও শ্রদ্ধা করিতেছে দেখিয়া কাহারও ভক্ত হইয়া পড়া উচিত নহে। সাধারণ লোক প্রত্যেকেরই ভক্ত হইয়া থাকে। স্বয়ং পীর সাহেবের পক্ষেও, সাধারণ লোক তাঁহার প্রশংসা করিতেছে দেখিয়া, নিজের বুযুর্গীতে বিশ্বাসী হওয়া উচিত নহে। যে পর্যন্ত না কোন দিব্য চক্ষুবিশিষ্ট বুযুর্গ লোক সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, তোমার অবস্থা ভাল। এতদসম্বন্ধে কবি 'সায়েব' বলেন :

بنمائے صاحب نظرے گوہر خود را + عیسے نتوان گشت بتعریف خرے چند

("বুযুর্গ বলিয়া পরিচিত হইতে হইলে) কোন দিব্য চক্ষুবিশিষ্ট মহামানবকে নিজের গুণরূপ রত্ন দেখাও, কয়েকটি গাধার প্রশংসায় ঈসা হইতে পারা যায় না।"

॥ ওয়ায়েযগণের রুচি ॥

আজকাল আমাদের অবস্থা এই হইয়াছে যে, কয়েকজন সাধারণ লোক আসিয়া আমাদের হাত-পা চুম্বন আরম্ভ করিলেই আমরা নিজের বুযুর্গীতে বিশ্বাসী হইয়া পড়ি এবং মনে করি, বাস্তবিকই আমি একটা কিছু হইয়াছি। কাজেই এ সমস্ত লোক আমার হাত-পা চুম্বন করিতেছে। জনসাধারণের আকীদা তো সেই একরূপই। তাহাদের এ'তেকাদ বা ভক্তির অবস্থা এই যে, গঙ্গুহ শহরে একজন ওয়ায়েয আসিল, সে ش এবং ق-এর উচ্চারণও শুদ্ধরূপে করিতে পারিত না, جہنم 'জাহান্নাম'কে جہندم 'জাহানদাম বলিত, কিন্তু মানুষ তাহাকে এমন অন্ধ-ভাবে ভক্তি করিত যে, তাহাদের কেহ কেহ ইহাও বলিত, "এই ওয়ায়েয বিরাট আলেম, মৌলবী রছিদকে (রশীদ-আহমদ-গঙ্গুহীকে) বার বৎসর পড়াইতে পারে।" হাঁ সত্যই তো বলিয়াছে, হযরত মাওলানা তো বার বৎসর পরেও এই ভাষা আয়ত্ত করিতে পারিতেন না, অর্থাৎ, জাহান্নামকে জাহান্দাম বলা। মোটকথা, সাধারণ লোকের অবস্থা এইরূপ— যে ব্যক্তি ওয়াযের মধ্যে আজেবাজে কেস্সা বর্ণনা করিয়া ওয়াযে জৌলুশ সৃষ্টি

www.BANGLAKITAB.com

করে, তাহারা এরূপ ওয়াযেরই ভক্ত হইয়া পড়ে। চাই এল্‌ম তাহার আদৌ থাকুক বা না থাকুক।

কানপুর শহরে এক ওয়ায়েয আসিলেন, মিম্বরের উপর বসিতেই তিনি দাবী করিলেন, আজ আমি এমন ওয়ায করিব যাহা ইতিপূর্বে কেহ কখনও শ্রবণ করেন নাই। তাহা এই যে, আল্লাহ্‌তা'আলা অন্তর্যামী নহেন। এই বাক্যটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দিক হইতে শ্রোতৃবৃন্দ لا حول ولا قوة الا بالله পড়িতে আরম্ভ করিল। অতঃপর বক্তা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিতে লাগিলেন: বন্ধুগণ! এই কথা শ্রবণ করিয়া আপনারা আমাকে মনে মনে কাফের এবং নাস্তিক বলিয়া থাকিবেন। কিন্তু ইহার তত্ত্ব অবগত হওয়ার পর আপনারা বলিতে বাধ্য হইবেন যে, আমার কথা সত্য। আসল কথা এই যে, অদৃশ্য এবং অজ্ঞাত বস্তুকে গায়েব বলা হয়। আপনারা জানেন, খোদার নিকট কোন বস্তুই অদৃশ্য এবং অজ্ঞাত নহে। তাহা হইলে খোদা তা'আলা অন্তর্যামী হইলেন কি করিয়া? তিনি যাহাকিছু অবগত আছেন, সব কিছুই তাঁহার সম্মুখে বিরাজমান। এই সূক্ষ্মতত্ত্বটি বর্ণনা করিয়া নিজের দাবী সত্য প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া মনে মনে হয়ত খুবই আনন্দ অনুভব করিয়া থাকিবেন, কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে, ইহাতে তিনি কোরআনের একটি শব্দকে অর্থহীন এবং অকর্মণ্য করিয়া দিলেন। কোরআন শরীফে যখন খোদার একটি গুণ "আলেমুল গায়েব" উল্লেখ রহিয়াছে, তখন ইহাকে অস্বীকার করা কেমন করিয়া জায়েয হইতে পারে? তাহার বলা উচিত ছিল, "আলেমুল গায়েব" বলিয়া খোদার যে একটি গুণ আছে তাহা সৃষ্ট জীবের পরিলক্ষিতে বটে। অর্থাৎ, যে বস্তু সৃষ্ট জীবের নিকট অদৃশ্য এবং অজ্ঞাত খোদা তা'আলা তাহাও জ্ঞাত আছেন, আর আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্তার প্রতি লক্ষ্য করিলে এলম মাত্র এক প্রকার অর্থাৎ "এলমে হুযূরী।"

ফলকথা, আজকাল ওয়ায়েযগণের রুচি ঠিক সেইরূপ হইয়া পড়িয়াছে যেমন ছিল ইহুদীদের রুচি। এমন কথা ওয়াযের মধ্যে বর্ণনা করে যাহা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ তাক লাগিয়া যায়। এইরূপে আজ কালকার ওয়ায়েযগণ হাসান হোসাইনের (রাঃ) শাহাদতনামা খুব পাঠ করিয়া থাকে, যেন সেই করুণ কাহিনী শুনিয়া শ্রোতারা খুব ক্রন্দন করে। এদিকে আদৌ লক্ষ্য করে না যে, যাহাকিছু বর্ণনা করিতেছে ইহার রেওয়ায়ৎ শুদ্ধ না অশুদ্ধ। যাহা মনে আসে বলিয়া যায়, কেননা, তাঁহাদের উদ্দেশ্য শুধু শ্রোতাদিগকে কাঁদান ছাড়া আর কিছুই নহে।

কোন এক বক্তা قل هو الله সূরার তফ্‌সীরে শাহাদতনামা বর্ণনা করিয়াছিলেন। আপনারা শুনিয়া হয়ত অবাক হইয়া থাকিবেন যে, قل هو الله সূরার তফ্‌সীরের সঙ্গে শাহাদতনামার কি সম্পর্ক ছিল? শুনুন, তিনি এই উপায়ে সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন যে, "ইহা সেই সূরা যাহা রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.BANGLAKITAB.com

ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হইয়াছিল, যাঁহার দৌহীত্রদ্বয় কারবালা ময়দানে তাঁহারই উম্মতের হাতে শহীদ হইয়াছিলেন। বস্ এই প্রসঙ্গে সমগ্র কেস্সাটি বর্ণনা করিয়া ফেলেন।" ইহা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কতক লোক বলিয়া উঠিলেন, সাবাস! কেমন সুন্দর যোগ-সম্পর্ক! আমি বলি, ইহা যোগ-সম্পর্ক নহে; বরং খাঁটি পাগলামি; সুতরাং তাঁহার সমস্ত বক্তৃতাটি জব্ত করার যোগ্য। কিন্তু জবতের অর্থ এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা নহে; বরং ইহার প্রসিদ্ধ অর্থ জব্দ করাই এখানে উদ্দেশ্য। অর্থাৎ উহার প্রচার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিয়া উহাকে "ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে" ফেলিয়া দেওয়ার যোগ্য। আচ্ছা ইহারই নাম যদি যোগ-সূত্র হয়, তবে قل هو الله কেন, প্রত্যেক সূরার তফসীরেই তো শাহাদতনামা; বরং হাজার হাজার ঘটনা ঢুকাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। অতএব, মনে হয়, আজ-কালকার ওয়ায়েযগণের যেই রুচি দেখা যাইতেছে সেকালের ইহুদীগণের রুচিও এইরূপই ছিল। ইহুদীরাও শ্রোতৃবর্গের আনন্দ লাভের জন্য অভিনব ও বিচিত্র কেস্সা কাহিনী রচনা করিয়া লইত।

।। হারূত-মারূত ।।

হারূত-মারূত এবং যোহ্রা ঘটিত কাহিনীও এই শ্রেণীর কেস্সা কাহিনীগুলিরই অন্তর্গত। আজকালও অনেকে ইহাকে ছহীহ্ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কেননা, আশ্চর্যের বিষয়! অনেক তফ্সীরকার এই কাহিনীটিকে তফ্সীরের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ভাল-মন্দ যাচাইকারী মুহাদ্দেসগণ এই কাহিনীটিকে মওযু (জাল) বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। কাহিনীটি এইরূপ বর্ণনা করা হয়:

এক সময়ে আদম-সন্তানগণ নানাবিধ নাফরমানী এবং গুনাহের কাজে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন ফেরেশ্তাগণ বিদ্রূপ করিতে লাগিল, ইহারা সেই আদম সন্তান যাহাদিগকে খলীফা বানান হইয়াছে। এখন তাহারা গুনাহের কাজ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করিতেছে। আর আমরা এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করি না। সর্বদা তাঁহার এবাদতই করিতেছি। আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্তাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন: "মানুষের মধ্যেই কাম প্রবৃত্তি প্রদান করা হইয়াছে, তাহা যদি তোমাদের মধ্যেও সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হয়, তবে তোমরাও গুনাহের কাজ করিতে আরম্ভ করিবে।" ফেরেশ্তারা বলিল: "আমরা কস্মিনকালেও গুনাহ্ করিব না; বরং তখনও আমরা আপনার এবাদতই করিতে থাকিব।" আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন: "আচ্ছা তোমরা তোমাদের মধ্য হইতে এমন দুইজনকে মনোনীত করিয়া লও যাহারা সর্বাপেক্ষা অধিক 'আবেদ'। অবশেষে তাহারা হারূত-মারূত নামক দুই ফেরেশ্তাকে মনোনীত করিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের দুইজনের মধ্যেই কামশক্তি সৃষ্টি করিয়া দিলেন এবং পৃথিবীতে পাঠাইয়া তাহাদিগকে

www.BANGLAKITAB.com

বলিয়া দিলেন, "মানুষের পারস্পরিক মোকদ্দমা ও ঝগড়া-ফাসাদের মীমাংসা করিতে থাক। খোদার সংগে কোন ব্যাপারে কাহাকেও শরীক করিও না, শরাব পান করিও না, যিনা করিও না, অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করিও না।" তদনুযায়ী তাঁহারা সারাদিন ব্যাপীয় মোকদ্দমার মীমাংসা করিত এবং সন্ধ্যাকালে ইসমে আ'যম পড়িয়া আস্‌মানে চলিয়া যাইত।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। একদিন যোহ্‌রা নাম্নী এক অতি সুন্দরী ও সুশ্রী স্ত্রীলোকের মোকদ্দমা তাহাদের দরবারে উপস্থাপিত হইল। সেই স্ত্রীলোকটির প্রতি তাহারা উভয়ে মোহিত হইয়া পড়িল এবং মোকদ্দমার রায় তাহারই অনুকূলে প্রদান করিল। অতঃপর তাহাকে নির্জনে ডাকিয়া নিয়া নিজেদের কামলিপ্সা জ্ঞাপন করিল। সে বলিল: একটি শর্তে আমি আপনাদের মনোবাঞ্ছা পূরণে সম্মতি দান করিতে পারি। হয়ত আপনারা শরাব পান করুন, নতুবা আমার স্বামীকে হত্যা করুন। অথবা আপনাদের সম্মুখস্থ এই মূর্তিকে পূজা করুন; কিংবা আমাকে 'ইস্‌মে আ'যম' শিখাইয়া দিন, যাহার সাহায্যে আপনারা আসমানে আরোহণ করিয়া থাকেন।" প্রথমতঃ তাহারা সবগুলি শর্তই অস্বীকার করিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাম শক্তির তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া শরাব পান করিতে স্বীকৃত হইল। তাহারা মনে করিয়াছিল, ইহা সর্বাপেক্ষা লঘু পাপ। ইহা হইতে পরে তওবা করিয়া লইলেই চলিবে।

যাহা হউক—শরাব পান করিয়া তাহারা উক্ত রমণীর সহিত যিনা করিল এবং মাতলামির অবস্থায় তাহার স্বামীকেও হত্যা করিল। মূর্তির সম্মুখে সেজ্‌দাও করিল এবং জ্ঞানহারা অবস্থায় স্ত্রীলোকটিকে ইস্‌মে আ'যমও শিখাইয়া দিল। ফলে স্ত্রী-লোকটি ইস্‌মে আ'যম পড়িয়া আস্‌মানের উপর আরোহণ করিলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে নক্ষত্রের আকারে রূপান্তরিত করিয়া দিলেন। ইহাই যোহ্‌রা নামক নক্ষত্র।

ফেরেশ্‌তাদ্বয় যখন মাতলামি কাটিয়া বিবেকবুদ্ধি ফিরিয়া পাইলেন, তখন নিজেদের দুষ্কৃতির কথা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যাকালে আস্‌মানে আরোহণ করিতে গেলে তাহাদিগকে বারণ করা হইল। বলিয়া দেওয়া হইল, "পাপের শাস্তি তোমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে। এখন বাছিয়া লও দুনিয়ার শাস্তিই ভোগ করিবে না আখেরাতের শাস্তি ভোগ করিবে।" দুনিয়ার শাস্তিকে অপেক্ষাকৃত সহজ মনে করিয়া তাহারা তাহাই বাছিয়া লইল। অবশেষে তাহাদিগকে বাবেল নামক স্থানের একটি কূপের মধ্যে মাথা নীচের দিকে করিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। তথায় অবিরত তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করা হইতেছে। এই ফেরেশ্‌তাদ্বয় যাদুও শিখাইত। যাদু শিখাইবার জন্য তাহাদের প্রতি আদেশ ছিল। পরবর্তী কালে যাদুর ধারা তাহাদিগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

www.BANGLAKITAB.com

এই গল্পটি শ্রবণ করিলে, যিনি হাদীসের সহিত সামান্য পরিমাণ সম্পর্কও রাখেন, তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিবেন—ইহা স্বরচিত। ইহার বর্ণনা-ভঙ্গী হইতে প্রকাশ পাইতেছে, ইহা কখনও রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হইতে পারে না। নিশ্চয়ই ইহা ইহুদীদের রচিত গল্পসমূহের অন্যতম। দ্বিতীয়তঃ, শরীয়তের দৃষ্টি ভঙ্গীতে ইহার প্রতি বহু প্রশ্নের উদ্ভব হইতেছে।

প্রথম প্রশ্ন এই যে, ফেরেশ্তাকুল আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে কখনও এমন নির্ভীক ভাবে কথোপকথন করিতে পারেন না। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা যখন বলিলেন ঃ "তোমাদের মধ্যে কাম-শক্তি সৃষ্টি করিয়া দিলে তোমরাও মানব জাতির ন্যায় গুনাহের কাজ আরম্ভ করিয়া দিবে।" তখন ফেরেশ্তারা তাঁহার উক্তি খণ্ডন করিয়া দিয়া বলিল, "না, আমরা কাম-শক্তির অধিকারী থাকিয়াও গুনাহের কাজ করিতে পারি না।" আল্লাহ্ তা'আলার উক্তিকে ফেরেশ্তারা এমন বে-আদবের মত কখনও খণ্ডন করিতে পারেন না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, যেই যিনার দরুন এই ফেরেশ্তাদ্বয় দণ্ডিত হইল সেই অপরাধে স্ত্রীলোকটিকে কেন দণ্ডিত করা হইল না? অধিকন্তু সে ইস্মে আ'যম পড়িয়া আসমানের উপর কেমন করিয়া চলিয়া গেল এবং এত নৈকট্য কেমন করিয়া প্রাপ্ত হইল?

এই প্রকারের বহু প্রশ্ন হইতে পারে, এখন তাহা বর্ণনা করার সময় নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কোন কোন তফসীরকার এই ঘটনাটিকে তফসীরের কিতাবে ঢুকাইয়া দিয়াছেন; সুতরাং অনেকে ইহাকে সত্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে, এই কারণেই প্রত্যেক কিতাবই পাঠ করার যোগ্য হয় না। পড়িবার জন্য কিতাব মনোনয়ন করার পূর্বে কোন একজন বিজ্ঞ আলেমকে কিতাবটি দেখাইবেন। তিনি যদি কিতাবটি দেখিয়া বলেন যে, "হাঁ, পাঠ করার যোগ্য।" তৎপর উহা পাঠ করা উচিত। আমার কথার অর্থ এই নহে যে, যে সমস্ত কিতাবে এই শ্রেণীর কেস্সা কাহিনী বর্ণিত আছে তাহা নির্ভর-যোগ্য নহে; কিন্তু ইহা আমি অবশ্যই বলিতেছি যে, নির্ভর যোগ্য কিতাবেরও প্রত্যেক অংশই নির্ভর-যোগ্য নহে, ইহাও হইতে পারে যে, একটি কিতাব সমষ্টিগত ভাবে খুবই নির্ভরযোগ্য কিন্তু তাহাতে কোন কোন কথা নির্ভরের বা বিশ্বাসের অযোগ্যও আছে। ২।১টি বিষয় নির্ভরের অযোগ্য হইলে সমগ্র কিতাবটিকে অবিশ্বাস্য বলা যাইতে পারে না। কিন্তু কিতাবটির কোন্ কথা নির্ভর যোগ্য এবং কোন্ কথা বিশ্বাস্য নহে তাহা একমাত্র পারদর্শী আলেম লোকই যাচাই করিতে পারেন। যাহা হউক, এই কেস্সাটি নিছক ভিত্তিহীন।

শুধু হারূত-মারূতের ঘটনার প্রকৃত বিবরণ এই যে, এক সময়ে দুনিয়াতে বিশেষ করিয়া বাবেল নামক স্থানে অত্যধিক যাদুর চর্চা হইয়া পড়িয়াছিল।

www.BANGLAKITAB.com

এমন কি, যাদুর বিস্ময়কর ক্রিয়া দেখিয়া মূর্খ লোকদের মধ্যে আম্বিয়ায়ে কেরামদের মু'জেযাহ্' এবং যাদুর মধ্যে প্রভেদ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। কেননা, যাদুর প্রভাবেও অনেক অলৌকিক এবং অস্বাভাবিক কার্য প্রকাশ পাইয়া থাকে, অথচ মুজেযাহ্ ও যাদুর মধ্যে প্রকাশ্য প্রভেদ রহিয়াছে।

একটি প্রভেদ এই যে, যাদুক্রিয়ার মধ্যে স্বাভাবিক ও প্রকৃতগত কারণসমূহের গুপ্ত ক্রিয়া থাকে এবং বেশীর ভাগ উহা কল্পনা শক্তির উপরই নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে মুজেযার মধ্যে স্বাভাবিক কারণের কোনই দখল বা অধিকার নাই। শুধু আল্লাহ্‌তা'আলার হুকুমে, কোন উপকরণ ব্যতীত অস্বাভাবিক এবং অলৌকিক কার্যসমূহ প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয়তঃ, মুজেযার অধিকারী নবী (আঃ)-এর স্বভাব চরিত্র, চাল-চলন ও কার্য কলাপের মধ্যে এবং যাদুকরের অবস্থার মধ্যে আসমান জমিনের প্রভেদ বিদ্যমান। নবীর সংসর্গের বরকতে আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বৎ ও মা'রেফাৎ এবং আখেরাতের প্রতি আগ্রহ আর দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা জন্মে। তাঁহাদের নিকট উঠা-বসা করিলে অন্তরে নূর উৎপন্ন হয়। আর যাদুকরের সংসর্গে থাকিলে উহার বিপরীত ক্রিয়া হইয়া থাকে। কিন্তু একমাত্র সুস্থ বুদ্ধি ও সুস্থ স্বভাব লোকই এই প্রভেদ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সাধারণ লোক ইহা বুঝিতে পারে না। সাধারণ লোকের মতে মুযেজাহ্ নুবুওতের একমাত্র প্রমাণ। আর বাহ্যতঃ মু'জেযা ও যাদু একই রকম দেখা যায়। এই খানে এই জটিলতা দূর করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা 'বাবেল' অঞ্চলে হারূত-মারূত নামক দুইজন ফেরেশ্‌তা অবতারণ করেন। তাহারা জনসাধারণকে সেহের, অর্থাৎ যাদুর তত্ত্বকথা সম্বন্ধে অবহিত করিবেন এবং বলিয়া দিবেন এই যাদু ক্রিয়ার মধ্যে অমুক অমুক উপকরণের প্রভাব ও অধিকার রহিয়াছে। সুতরাং যাদুর অলৌকিক ক্রিয়া হইতে বুঝা যায় না যে, যাদু ও যাদুকর আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় বলিয়াই তাহাদের দ্বারা এরূপ অলৌকিক কার্য সম্পন্ন হইতেছে। যাদুর মধ্যে যে সমস্ত উপকরণের প্রভাব রহিয়াছে, উহার সাহায্যে যাদুকরেরা যেরূপ অলৌকিক কার্য প্রকাশ করিতে পারে, তাহা অপর কাহারও হস্তগত হইলে তাহারাও তদ্রূপ অস্বাভাবিক কার্য করিতে পারিবে।

এস্থলে কেহ এই প্রশ্ন করিতে পারেন না যে, যাদু-বিদ্যা হারাম ও কুফরী; উহা তা'লীম দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্‌তা কেন নাযেল করিলেন? তদুত্তরে বলা যাইবে, সেহের বা যাদুর আমল করা অবশ্যই হারাম এবং কুফরী। কিন্তু উহা শুধু জানিয়া রাখা এবং শরীয়ত-সম্মত কারণে শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী আমল না করিলে হারাম নহে।

দেখুন, শূকর এবং কুকুরের মাংস খাওয়া হারাম। কিন্তু উহাদের মাংসের ব্যক্তিগত গুণাগুণ জানিয়া লওয়া এবং তাহা সর্বসাধারণে জানাইয়া দেওয়া হারাম নহে।

www.BANGLAKITAB.com

কেননা, গুণাগুণ জানা এবং অপরকে জানাইয়া দেওয়াকে গোশ্ত খাওয়া বলা যাইতে পারে না। এইরূপে শরাব পান করা হারাম; কিন্তু চিকিৎসা গ্রন্থে শরাবের গুণাগুণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পড়া এবং পড়ান কখনও হারাম নহে। কেননা, ইহাকে শরাব পান করা বলা যাইতে পারে না। অনুরূপ ভাবে কুফরীমূলক বাক্য ইচ্ছা-পূর্বক মুখে উচ্চারণ করা কুফরী, কিন্তু কেহ যদি জানিয়া লইতে চায় যে, কুফরী বাক্যগুলি কি কি? কোন্ কোন্ কলেমা উচ্চারণ করিলে ঈমান বিনষ্ট হয়। তাহা জানিয়া লইতে পারিলে উহা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ঈমান নিরাপদ রাখা সম্ভব হইবে, এই উদ্দেশ্যে কলেমায়ে কুফর শিক্ষা করা কুফরী নহে; বরং জায়েয।

ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ কুফরী কালাম সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উহাতে ঐ সমস্ত কালামের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে যাহাতে ঈমান বিনষ্ট হয়। ঐ সমস্ত "কলেমায়ে কুফর" জানিয়া লওয়া এবং পাঠ করাকে কেহ হারাম বলেন নাই, কেননা, কুফরীর কালাম উক্তি করাই কুফরী নহে।

এইরূপে দর্শন শাস্ত্রের অনেক মাসআলা কুফরীর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু মানুষকে ঐ সমস্ত বিষয়ের তত্ত্ব জানাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। সংগে সংগে ঐ সমস্ত কুফরীমূলক মতবাদের খণ্ডনও করিয়া দেওয়া হয়। ইহার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, ভ্রান্ত মতবাদের দার্শনিক স্বরূপ এবং উহার অসারতা জানিয়া লওয়ার পর কেহই আর তাহাদের যুক্তিপ্রমাণে প্রভাবান্বিত হইবে না। প্রয়োজনের সময় তাহাদের প্রদত্ত যুক্তি প্রমাণের উত্তর দিতে পারা যাইবে। সুতরাং এরূপ প্রশ্ন আর কাহারও মনে জাগিবে না যে, যাদু শিখাইবার জন্য এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা কেন করা হইল?

আরও একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, যাদু শিখাইবার জন্য ফেরেশ্তা কেন নাযিল করা হইল? আম্বিয়ায়ে কেরামের দ্বারা এই কার্য কেন সমাধা করা হইল না। ইহার উত্তর এই যে, আম্বিয়ায়ে কেরামকে শুধু হেদায়তের জন্য প্রেরণ করা হয়। আর যাদুর তা'লীম দেওয়ার মধ্যে এরূপ সম্ভাবনাও থাকে যে, কেহ যাদুশিক্ষা করিয়া উহার আমল করণে লিপ্ত ও মগ্ন হইয়া যায়। অতএব, এইরূপে আম্বিয়ায়ে কেরাম পথভ্রষ্টতার গৌণ কারণ হইয়া পড়েন। ইহা তাঁহাদের খাঁটি ও নিখুঁত হেদায়তী অবস্থার বিপরীত। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদিগকে পথভ্রষ্টতার গৌণ কারণ করাও পছন্দ করেন না। পক্ষান্তরে ফেরেশতাদের দ্বারা শরীয়তের বিধান পৌঁছান এবং সৃষ্টিগত কাজ উভয়ই লওয়া হয়। সৃষ্টির নিয়মানুসারে তাঁহারা মুসলমানের যেরূপ রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন কাফেরদেরও তদ্রূপই করিয়া থাকেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে, গর্ভাধারের মধ্যে নুৎফার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ফেরেশ্তা নিযুক্ত রহিয়াছেন। অতএব, তাঁহারা গর্ভাধারে মুসলমান এবং কাফের সকলের

www.BANGLAKITAB.com

আকৃতিই নির্মাণ করিয়া থাকেন এবং ক্রমবর্ধনের কালে উভয়েরই হেফাযত করিয়া থাকেন, এইরূপে প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গে তাহার হেফাযতের জন্য কিছু সংখ্যক ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহারা দুষ্ট জিন এবং অনিষ্টকর জীব-জন্তু হইতে তাহার হেফাযৎ করিয়া থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত হেফাযৎ তাহার তক্‌দীরে থাকে। এইরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে ফেরেশ্‌তারা মানুষকে শত্রুপক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন—তাহারা মুসলমানই হউক কিংবা কাফেরই হউক। এইরূপে মানুষের ক্ষেতি-কৃষি এবং ফল-ফুলের বাগানের ক্রমোন্নতির জন্য কিছু সংখ্যক ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত। তাহারা কাফের মুসলমান নির্বিশেষে সকলেরই বাগান এবং ক্ষেতের ক্রমবর্ধন করিয়া থাকেন। মোট কথা, সৃষ্টি ও প্রকৃতি সম্পর্কিত যাবতীয় কাজে আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে কাফের এবং মুসলমান উভয়ই সমান। ফেরেশ্‌তারা উভয়ের হেফাযতই সমভাবে করিয়া থাকেন, অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসলমান এবং কাফেরকে এইরূপে সমভাবে সাহায্য করা জায়েয নহে, কিন্তু তাহা আমাদের জন্য, ফেরেশ্‌তাদের জন্য নহে। কেননা, সাহায্য ও হেফাযতের কাজ ফেরেশ্‌তাদের উপর সোপর্দ করা হইয়াছে, আমাদের উপর সোপর্দ করা হয় নাই। তাঁহারা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে আদিষ্ট রহিয়াছেন। বাতেনী শাসনজগতের কুতুবগণেরও এই অবস্থা সৃষ্টিগত। সৃষ্টিগত ও প্রাকৃতিক ব্যাপার তাহাদের দায়িত্বেও প্রদান করা হয় যাহার ফলে কোন কোন সময় তাঁহারা কোন বিধর্মী রাজার সাহায্য করিয়া থাকেন। উহার ফল এই দাঁড়ায় যে, মুসলিম রাজ্য পরাজিত এবং কাফের রাজ্য জয়ী হইয়া যায়।

।। মজ্‌যুব এবং তরীকত পন্থীর প্রভেদ ।।

উক্ত কুতুবগণ খোদার ধ্যানে আত্মহারা বা 'মজ্‌যুব' হইয়া থাকেন। কাজেই সৃষ্টির খেদমতে তাঁহার নিকট জাতি ধর্মের ভেদ-বিচার নাই, কিন্তু তরীকতপন্থী দরবেশগণ এরূপ করিতে পারিবেন না। কেননা, তাঁহারা শরীয়তের বিধানাবলীর অধীন। শরীয়ত অনুযায়ী মুসলমানের বিরোধিতায় কাফেরের সাহায্য এবং সংরক্ষণ করা জায়েয নহে, সম্পূর্ণরূপে হারাম। পক্ষান্তরে মজযুবগণ শরীয়ত বিধানের আওতায় থাকেন না কিন্তু মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে তরীকতপন্থী দরবেশগণই শ্রেষ্ঠ। মজযুবগণকে সিপাহী ও কোতোয়ালের সহিত তুলনা করা যায়। যাহাদের উপর শহরের শৃঙ্খলা রক্ষা করার ভার ন্যস্ত থাকে। শহরের যাবতীয় অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহারা অবহিত হইতে থাকেন। আর তরীকতপন্থী সালেকগণের দৃষ্টান্ত এইরূপ যেমন বাদশার মাহ্‌বুব। তাঁহারা শহরের কোনই খোঁজখবর রাখেন না, কি হইতেছে, কি না হইতেছে তৎপ্রতি তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। অবশ্য বাদশাহের মেযাজ ও তবীঅৎ সম্বন্ধে তাঁহারা এত ওয়াকিফহাল থাকেন যে, সিপাহী কোতোয়াল উহার বাতাসও পায় না।

www.BANGLAKITAB.com

সুলতান মাহ্মূদ তাঁহার ক্রীতদাস 'আয়াযকে' খুব স্নেহ করিতেন, অথচ রাজ্য সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান কখনও উজীরের সমান ছিল না; বরং রাজ্য শাসন বা শৃঙ্খলা বিধানের ব্যাপারে রাজ্যের হাজার হাজার লোক 'আয়ায' অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ছিল। এই কারণেই মানুষ অবাক হইয়া যাইত—"আয়াযকে সুলতান এত অধিক ভাল জানেন কেন?" কিন্তু আয়াযের মধ্যে এমন একটি গুণ ছিল যাহার বাতাসও উযীরকে স্পর্শ করে নাই। তাহা এই যে, সুলতানের মেযাজ তবীয়ৎ সম্বন্ধে আয়ায সর্বাপেক্ষা অধিক অবহিত ছিল। রাজ্যের বা শহরের অবস্থা সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছুই জানিত না। কিন্তু মাহ্মূদের মেযাজ ও স্বভাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তাহার চেয়ে অধিক ওয়াকেফহাল আর কেহই ছিল না। এই কারণেই কোন কোন সময় সুলতান মাহ্মূদের সহিত এক মাত্র আয়াযই কথাবার্তা বলিতে পারিত। আর কাহারও সাধ্য ছিল না।

এইরূপে তরীকতপন্থী আউলিয়া-ই কেরাম আল্লাহ্ তা'আলার মেযাজ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ জ্ঞান রাখেন। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার পথ তাঁহারা জানেন। আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের রাস্তা তাঁহারা দেখাইতে পারেন। কিন্তু যদি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, অমুক মোকদ্দমার ফলাফল কি হইবে? অমুক ব্যাপার সম্বন্ধে কি হইবে? তখন তাঁহারা এই জবাব দিয়া থাকেন:

ما قصهٔ سکندر و دارا نه خوا نده ایم + از ما بجز حکایت مهر و وفا مپرس

"আমরা সেকান্দর ও দারা বাদশাহ্র কিস্সা পাঠ করি নাই। মহব্বৎ এবং ভক্তির কিস্সা ভিন্ন অন্য কিছুই আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিও না।" তাঁহাদের কাশ্ফও হয় না, তাঁহারা খাবের তা'বীরও জানেন না। আমলিয়ৎ এবং তা'বীয-তুমারের ব্যবসাও করেন না। তাঁহারা কেবল আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ লাভের পন্থা এবং আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের রাস্তা দেখাইয়া দিতে পারেন এবং তাহা প্রচার করিবার ও শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহারা সর্বক্ষণ প্রস্তুত রহিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট খাবের তা'বীর জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন:

نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم + چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم

"আমি রজনীও নহি, রজনী পূজকও নহি যে, স্বপ্নের ফলাফল বলিব। আমি যেহেতু সূর্যের গোলাম কাজেই সবকিছু সূর্যালোক দ্বারা বলিয়া থাকি।"

এই কারণেই সাধারণ লোক সালেকীন অর্থাৎ তরীকৎপন্থী ওলীআল্লাহ্দের কম ভক্ত হইয়া থাকে। কেননা, তাঁহাদের দরবারে বাহ্যিক উপকরণ কিছুই নাই। কাশফও নাই, কারামতও নাই। দিবা-রাত্র এল্হামের আলোচনাও নাই, 'হা'-'হু' রবের ধ্বনিও নাই। হৈ হুল্লোড়ও নাই। পক্ষান্তরে মজ্যুবগণের দরবারে এ সমস্ত বাহ্যিক উপকরণ যথেষ্ট রহিয়াছে। তবে সালেকীনদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বৎ এবং

www.BANGLAKITAB.com

মা'রেফাতের এক গুপ্ত ভাণ্ডার আছে যাহা জ্ঞান-চক্ষুধারী লোক দেখিতে পারেন। সাধারণ লোকের দৃষ্টি সেখান পর্যন্ত কমই পৌঁছিয়া থাকে। এইরূপে কামেল লোকের মধ্যে স্বতন্ত্র কোন অবস্থার উদ্ভব হয় না; বরং তাঁহাদের মধ্যে এক অতি নমনীয় মিষ্ট গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন, ফিরনীর মধ্যে এক অতি সুস্বাদু মিষ্টতা থাকে—কোন গ্রাম্য অমার্জিত রুচির লোক উহার স্বাদ গ্রহণ করিলে উহাকে একেবারে পান্‌সে বলিয়া অবজ্ঞা করিবে। আর মজ্‌যুব লোকের মধ্যে যে মিষ্টতা উৎপন্ন হয়, তাহা গুড়ের মত। গ্রাম্য লোকেরা উহাকে খুবই মিষ্ট মনে করে। কিন্তু মার্জিত স্বভাব ও সূক্ষ্ম রুচিসম্পন্ন লোক উহার একটি চাকাও খাইতে পারেন না।

ফিরনীর উল্লেখে আমার একটি ঘটনা মনে পড়িয়াছে। দেওবন্দ শহরে জনৈক আমীর লোকের বাড়ীতে কোন এক অনুষ্ঠান উপলক্ষে মর্দা, পোলাউ এবং ফিরনী পাকান হইয়াছিল। গ্রাম অঞ্চল হইতে তাঁহার প্রজাবৃন্দের মধ্যে চর্মকারও আসিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকেও এই খাদ্যই দেওয়াইলেন। গ্রাম্য ইতর লোকের রুচির সম্মুখে এ সমস্ত উচ্চস্তরের সুস্বাদু খাদ্যের স্বাদ কোথায় পাইবে? নাক সিঁটকাইয়া ও ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কোনরূপে পোলাউ এবং কোরমা খাইল। কিন্তু যখন ফিরনীর পালা আসিল, আর তাহারা বরদাশ্‌ত করিতে পারিল না। একজন বলিয়াই উঠিল, নিজের সাথীকে জিজ্ঞাসাই করিল, "থুথুর মত এটা কি রে?"

দেখুন, এমন সুস্বাদু খাদ্য যাহা মন ও মস্তিষ্কে পর্যন্ত আনন্দ দান করিয়া থাকে; কিন্তু সেই চর্মকারের নিকট এমন আদর পাইল যে, সে উহাকে একেবারে থুথুর সদৃশ বলিয়া ফেলিল। এইরূপে যাহারা গ্রাম্য স্বভাবের হয়, তাহাদের নিকট আউলিয়া-ই কেরামের সূক্ষ্ম অবস্থা ও হা'লসমূহের কোনই কদর হয় না। যদি একটু লাফালাফি ফালাফালি, একটু হু-হক্ ধ্বনি এবং একটু কাশ্‌ফ্ ও কারামত হয়, তবে তাহাদের নিকট বুযুর্গী বলিয়া বিবেচিত হয়।

।। কামেলদের কামালত ।।

হযরত জুনাইদ বাগ্‌দাদীর (রঃ) দরবারে এক ব্যক্তি আসিয়া দশ বৎসর পর্যন্ত অবস্থান করিল। দশ বৎসর পরে সে বলিল "হুযুর! আমি এতকাল ধরিয়া দরবারে রহিয়াছি, কিন্তু আমি আপনার কোন কারামত দেখিলাম না।" বাস্তবিকই এই লোকটি একেবারে বোকা ছিল। কাজেই এত দীর্ঘকালের মধ্যে হযরত রাহেমাহুল্লাহ্‌র কোন কামালত দেখিতে পায় নাই। অন্যথায় তাঁহার কামালিয়াতের সম্মুখে কারামতের অস্তিত্ব কি?—হযরত জুনাইদ (রঃ) উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব দিলেন: 'কি বলিলে তুমি? এই দশ বৎসর কাল মধ্যে তুমি জুনাইদ দ্বারা সুন্নতের খেলাফ কোন কাজ হইতে দেখিয়াছ কি?' সে বলিল: "হযরত! আপনার কোন কাজ সুন্নতের খেলাফ

www.BANGLAKITAB.com

তো দেখিতে পাই নাই।" তিনি বলিলেনঃ দশ বৎসরের মধ্যে জুনাইদের দ্বারা সুন্নতের খেলাফ কোন কাজ হয় নাই।' ইহার চেয়ে অধিক জুনাইদের কারামত তুমি আর কি দেখিতে চাও?' ইহাতে লোকটির জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া গেল, বাস্তবিকই ইহা এত বড় কারামত যে, যাহার সম্মুখে বাহ্যিক কারামত উহার বাঁদী-দাসীর তুল্য। হযরত জুনাইদ(রাঃ)-এরএরূপ দাবী করার কারণ এই যে,আল্লাহ্ওয়ালাগণ আল্লাহ্র নেয়ামত প্রচাররূপে কিংবা তরীকত পন্থীর সংশোধনের নিয়তে নিজের কোন কোন কামালত সময়ে সময়ে বর্ণনা করিয়া থাকেন, যেন তাহাতে শায়েখের অবস্থা অবগত হইয়া তাহাদের ভক্তি বৃদ্ধিপায়। কেননা,তরীকতের মধ্যে শায়খেরপ্রতি নির্ভর এবং শ্রদ্ধার একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এ পথের সফলতা ইহারই উপর নির্ভরশীল।

এই ঘটনাটি হইতে আপনারা বুঝিয়া থাকিবেন, কামেল লোকের কামাল কতই গূঢ় থাকে। সাধারণ লোকের দৃষ্টিশক্তি সে পর্যন্ত পৌঁছিতেই পারে না। আবার আম্বিয়া-ই-কেরামের কামাল আউলিয়াদের কামাল অপেক্ষা আরও গূঢ়।" এই কারণেই আম্বিয়াঃই-কেরাম সম্বন্ধে কাফেরেরা বলিত, "আমাদের ও তাঁহাদের মধ্যে কি প্রভেদ আছে? ইহারাও তো মানুষই, রীতিমত পানাহার করিতেছে। হাটে বাজারে চলাফেরা করে, আমরাও তো সেরূপ মানুষই। আর মজ্যুবগণের বাহ্যিক কারামতের ফলে মুসলমানদের ন্যায় কাফের লোকেরাও তাহাদিগকে খুব শ্রদ্ধা করিয়াছে। কেননা, মজ্যুবগণের অবস্থা প্রকাশ্যভাবেই অন্যান্য লোক হইতে পৃথক দেখা যায়। অতএব, তরীকতপন্থী আউলিয়া-ই কেরামের অবস্থা কতকটা আম্বিয়ায়ে কেরামের অবস্থার ন্যায়। আর মজ্যুবগণ ফেরেশতাদের সহিত অধিক সামঞ্জস্য রাখেন। এই কারণেই সৃষ্টিগত ও প্রাকৃতিক কার্য মজ্যুবগণের উপর অধিক ন্যস্ত থাকে। আর শরীয়তের বিধানাধীন কার্যের এন্তেযাম আউলিয়া-ই কেরামের উপর হইয়া থাকে।

ফলকথা, সৃষ্টি ও প্রকৃতিগত কার্যসমূহের অধিকাংশই ফেরেশ্তারাই করিয়া থাকেন। এই কারণেই যাদুর তা'লীমের ভার তাঁহাদের উপর অর্পণ করা হইয়াছে। কেননা, যাদুর ফলে মানুষ পথভ্রষ্ট হইলে, যদিও ফেরেশ্তাগণই উহার গৌণ কারণ তথাপি ইহা তাঁহাদের অবস্থা ও শানের বিপরীত হইবে না। কেননা, তাঁহারা তো ইহা অপেক্ষা আরও গুরুতর কাজও করিয়া ফেলেন। যেমন, যুদ্ধের বেলায় কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহারা মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বী কাফেরদেরও হেফাযত করিয়া থাকেন, যদ্দরুন কাফেরেরা মুসলমানদের উপর জয়ী হইয়া যায়। পক্ষান্তরে হযরত আম্বিয়া-ই-কেরাম পথভ্রষ্টতার গৌণ এবং দূরবর্তী কারণও হইতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের সংরক্ষণের এত কড়া ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, শয়তান কখনও কোন নবীর আকৃতি ধারণ পূর্বক আত্ম প্রকাশ করিতে পারে না।

www.BANGLAKITAB.com

অথচ জিন জাতির বিভিন্ন প্রকারের রূপ ধারণের ক্ষমতা রহিয়াছে। কিন্তু কোন জিনই কোন নবীর রূপ ধারণ করিতে পারে না। কেননা, ইহাতে ধর্মের কার্য বাধা প্রাপ্ত হইয়া যাইত। জাগ্রত অবস্থায় তো দূরেরই কথা কাহারও নিদ্রিত অবস্থায়ও শয়তান নবীর রূপ ধারণ পূর্বক স্বপ্নে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে না, বরং শয়তান অন্য কোন ব্যক্তির রূপ ধরিয়া কাহারও সম্মুখে আসিয়া যে দাবী করিত "আমি নবী," তাহার এই সাধ্যও নাই। অবশ্য সে স্বপ্নে কাহারও দৃষ্টিগোচর হইয়া এমন দাবী করিতে পারে যে 'আমি খোদা।" কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার শান এই :

يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ

"তিনি যাহাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা হেদায়ত করেন। অর্থাৎ, পথভ্রষ্টতাও তাঁহর সৃষ্ট, যদিও তিনি তাহাতে রাযী নহেন; কিন্তু যখন কেহ ভুল পথে চলিতে ইচ্ছা করে, তখন পথভ্রষ্টতার অবস্থা তিনি তাহার মধ্যে সৃষ্টি করিয়া দেন ইহাতে জটিলতা কিছুই নাই। কেননা, পথভ্রষ্ট হওয়া দুষণীয় হইলেও উহা সৃষ্টি করা এবং উহার সৃষ্টিকর্তা হওয়া দোষের নহে। কুৎসিত হওয়া দোষ বটে, কিন্তু কুৎসিত আকৃতিসমূহ সৃষ্টি করা দোষ নহে; বরং তাহাতে সৃষ্টিকর্তার পূর্ণ সৃষ্টি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা, ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি সর্বপ্রকারের আকৃতি সৃষ্টি করিতে পারেন। মানুষ পাপ করে, কুফরী করে, ইহা মানুষের দোষ বলিয়া গণ্য হয়। কেননা, তাহার নাফরমানী ও পাপকার্য করার কোন যুক্তি নাই। পক্ষান্তরে খোদা তা'আলা যে নাফরমানী ও কুফরী সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রতি কোন দোষ আসে না। কেননা, সৃষ্টির মধ্যে হাজার হাজার হেকমত ও যুক্তি (মুছলেহাত) রহিয়াছে।

তন্মধ্যে একটি যুক্তি এই যে, খোদা যদি পাপ ও কুফরী সৃষ্টি না করিতেন, তবে কোন মানুষ তাহা অবলম্বন করিতে পারিত না; বরং সকল মানুষ ঈমান এবং নেক কাজ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইত। এমতাবস্থায় মানুষকে পরীক্ষা করা সম্ভব হইত না। অতএব, পাপ ও কুফরী সৃষ্টি করার একটি কারণ এই যে, ইহা দ্বারা তিনি মানবকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন—কে স্বেচ্ছায় ঈমান এবং নেক কার্য অবলম্বন করে, আর কে গুণাহ্ এবং কুফরী অবলম্বন করে। মানুষ যে প্রকারের কার্যই করিবার সঙ্কল্প করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাই সৃষ্টি করিয়া দেন। আর একটি হেকমত কেবল সুফিয়া-ই-কেরাম বুঝিতে পারিয়াছেন। তাহা এই যে, ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলার বিভিন্ন প্রকারের গুণবাচক নাম প্রকাশ পায়। ঈমান এবং নেক কাজ হইতে তাঁহার هادى হেদায়তকারী, এবং কুফরী ও অসৎকার্যসমূহ হইতে مضل